জীব-তত্ত্ব।

চতুর্থ খণ্ড।

(মার্জ্জার-তত্ত্ব)

মীন-তত্ত্ব, গো-তত্ত্ব ও সারমেয়-তত্ত্ব-প্রণেতা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী

প্রণীত।

[illegible]নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা ;

৩৪নং বেণিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা,

নববিভাকর যন্ত্রে,

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৯২।

মার্জ্জার-তত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।
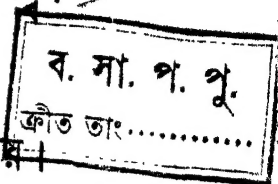
চেতন পদার্থের প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় বিমল আনন্দ উদ্ভব হইয়া থাকে। প্রথমতঃ যে সমস্ত জন্তু সততঃ আমাদের গৃহস্থাশ্রমে সংসর্গী হইয়া নয়ন পথে বিচরণ পূর্ব্বক জন সমাজের বহুবিধ হিতসাধন করিতেছে, তাহা-দিগের তত্ত্ব অবগত হওয়া একান্ত বিধেয়। মার্জ্জার, সারমেয় এবং অশ্ব প্রভৃতি জন্তুগণ প্রতিনিয়ত মানবের সমক্ষে কৃতজ্ঞতা, বাধ্যতা, আনুগত্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধর্ম্মের পরিচয় প্রদান করে, কিন্তু অনবধানতা প্রযুক্ত আমরা সে সমস্ত জন্তুগণের রীতি, প্রকৃতি এবং বিবরণ অবগত হইতে তাদৃশ যত্নবান হই না, সময়ে সময়ে এ সমস্ত প্রয়োজনীয় পশুদিগের প্রীতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকি। এই হিতকর

বিষয় অবগত হইতে ঔদাসিন্য প্রদর্শন করা কদাচই সঙ্গত নহে। জগৎপিতা গৃহপালিত পশুগুলিকে সৃজন করিয়া মানবের বিস্তর হিতসাধন করিয়াছেন। গৃহপালিত পশুর মধ্যে সম্প্রতি আমরা ষষ্ঠী দেবীর বাহন * মার্জ্জার জাতীর জন্ম, বৃদ্ধি, প্রকৃতি, আহার্য্য দ্রব্যাদির উত্তমাধম বিচার শক্তি, শাবকদিগের প্রতি স্নেহ, এবং আত্মজীবন রক্ষার উপায় অবধারণ-ক্ষমতা প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পরম কারুণিক পুরুষোত্তমের অনৈসর্গিক, অনির্ব্বচনীয় কৃপায় তাহারা এই সংসারে আত্মজীবন রক্ষা করিয়া অহরহঃ মূষিক, কীট পতঙ্গাদি বধ করতঃ গৃহস্থের অশেষ প্রকার হিতসাধন করিতেছে। একটী মার্জ্জারের গৃহে অবস্থান কালে ইন্দুর এবং কীট পতঙ্গাদির উপদ্রব অনেকাংশ নিবারিত হয়। অনেকে দোকান ঘরে ইন্দুরের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য মার্জ্জার পালন করিয়া

* ষষ্ঠীং গৌরবর্ণাং দ্বি ভুজাং নানালঙ্কার ভূষিতাং।
মার্জ্জার বাহিনীং দেবীং ক্রোড়ে কৃত পুত্রিকাং॥

থাকেন। ইন্দুর গৃহস্থের উপর কি পর্য্যন্ত উপদ্রব করে তাহার উদাহরণ বঙ্গবাসীর নিকট বিদিত করিবার আবশ্যক নাই। ইন্দুর মানবদেহে কতদূর অনিষ্ট করিয়া থাকে তাহার একটি উদাহরণ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। Clichy ক্লীচী নগরে এক গৃহে মৃত্তিকা শয্যায় একটি স্ত্রীলোক বাস করিত। স্ত্রীলোকটীর ছয় মাস বয়ঃক্রমের এক শিশু-সন্তান তাহার শয়নকক্ষে স্বতন্ত্র এক Cradle (হিঁদলে) শায়িত থাকিত। এক দিবস রাত্রি কালে গৃহ মধ্যে হঠাৎ একটী অসম্ভব ধ্বনি হইল; স্ত্রীলোকটী জাগরিত হইয়া গৃহ আলোকিত করিলেন। গৃহ আলোকময় হইলে ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে অবলোকন করিয়া দেখি-লেন যে কতকগুলি বৃহদাকার ইন্দুর গৃহের চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। শিশু-শয্যা রুধিরে প্লাবিত, মাংসাশী ক্ষুধার্ত্ত জন্তুগণ হত-ভাগা শিশুটির হস্ত পদাদি প্রায় ভক্ষণ করি-য়াছে। স্ত্রীলোক হতবুদ্ধি হইয়া নিকটবর্ত্তী চিকিৎসককে অনতিবিলম্বে আহ্বান করিলেন।

চিকিৎসক ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অতি ক্লেশে শিশুর জীবন রক্ষা করিলেন। মানবেতর পালিত পশুগুলির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করাই যে এরূপ অসম্ভব বিপদ পাতের মূল, তদ্বিষয়ে সংশয় কি? একটী মাত্র মার্জ্জার উক্ত গৃহে অবস্থান করিলে বোধ হয় অসহায় শিশুর হস্ত পদাদি বিনষ্ট হইত না এবং তাহার জীবন রক্ষার জন্য বহুতর অর্থ ব্যয় করিতে হইত না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মার্জ্জার জাতির বিবরণ অবগত হইতে গেলে প্রথমে তাহাদের নাম পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

বিড়াল, ওতু, মার্জ্জার, বৃষদংশক, আখুভুক্, বিরাল, বিলাল, দীপ্তাক্ষ, নক্তঞ্চরী, জাহক, বিড়ারক, ত্রিশঙ্কু, জিহ্বাপ, মেনাদ, সূচক, মূষিকারাতি, শালাবৃক, মায়াবী, দীপ্তলোচন, বিড়ালক। বিল্লী—হিন্দি নাম। বিড়াল স্ত্রীর নাম-বিড়ালী।

মার্জ্জারের শরীর চিক্কণ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন লোমে আবৃত। রাত্রিকালে আলোকশূন্য স্থানে তাহাদের গাত্র ঘর্ষণ করিলে লোম মধ্য হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রভা দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে।

মার্জ্জার নখাগ্রের উপর ভর দিয়া বিচরণ করে, এজন্য তাহাদিগকে Digitigrada ডিজিটিগ্রেডা জাতি বলা যায়।

মার্জ্জারের দন্ত অতিশয় তীক্ষ্ণ কিন্তু বিরল, এজন্য কোমল মাংস ভক্ষণ করে। Felinæ ফিলাইন বিড়াল জাতীয় পশুর Collar bone rudimental গ্রীবা কশেরুকা কোমল, কিন্তু উক্ত অস্থি অধিক পরিমাণে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সিংহ ব্যাঘ্র, চিত্রব্যাঘ্র, জেগুয়র, লিঙ্কস্ বিড়াল জাতীয় (Felinæ) পশুর মধ্যে পরিগণিত। এই গ্রন্থে বিড়াল জাঁতীয় পশুর উল্লেখ থাকিলে এ গুলিকে বুঝাইবে।

বিড়াল জাতীর চক্ষুর তারা সূর্য্যালোকে কুঞ্চিত হইয়া একটি লম্ব রেখার ন্যায় হয়,

রাত্রিকালে তাহা বিস্তৃত হয়, এজন্য রাত্রিকালে অন্ধকারে বিড়াল উত্তম রূপ দেখিতে পায়। আলোকশূন্য স্থানে ইহাদের চক্ষুর তারা হীরকের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট দেখা যায়।

বিড়াল জাতীয় পশুর কর্ণ ঊর্দ্ধভাবে স্থাপিত। বিড়ালের ওষ্ঠের উপরিস্থিত গোঁফ গুলি (Whiskers) চর্ম্ম মধ্যস্থিত follicular গ্লাণ্ডস্থ গাত্রোপরি স্থাপিত এবং স্নায়ুময় filament গুলির সহিত সংযুক্ত। এজন্য সামান্য স্পর্শ কিম্বা কোন পদার্থের সংস্পৃষ্ট হইবামাত্রই বায়ুসঞ্চালনে তদ্বিষয় জ্ঞাত হয়।

মার্জ্জারের কোমলাঙ্গ সর্ব্বদাই মানব দেহে স্পর্শ করিয়া তাহাদের স্নেহ এবং আনন্দের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

বিড়ালের মিউ মিউ ধ্বনি, নাসিকা এবং মুখ উভয় যন্ত্রস্থ বায়ু নির্গমে উত্থিত হইয়া থাকে। প্রথমে ব্যঞ্জন বর্ণের 'ম' হইতে আরম্ভ হইয়া নাসারন্ধ্রস্থিত শ্বাসবায়ু যোগে উচ্চারিত হয়, পরে মুখগহ্বর হইতে উক্ত

ধ্বনি বহির্গত হইয়া শব্দ নির্গত হয় এবং মুখ গহ্বর বুজা পর্য্যন্ত শব্দ বহির্গত শেষ হয়।

বিড়াল জাতির জিহ্বা সূচাগ্র শৃঙ্গের উপাদানে গঠিত (Pointer horny process), এজন্য শিকারের অস্থির উপরিস্থিত ক্ষুদ্রতর মাংসখণ্ড পর্য্যন্ত ইহারা চাটিয়া খাইতে পারে।

বিড়াল প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুরা তাহাদের শিকার মরিয়া গেলে আহার্য্য দ্রব্য ছেদন দন্ত (incisor teeth) দ্বারা ধৃত করে। শিকার জীবিত থাকিলে কিম্বা তাহাকে বধ করিবার পক্ষে বাধা জন্মাইলে কুকুরদন্ত (Canine teeth) দ্বারা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আংশিক চর্ব্বন উপযোগী করে, কারণ তাহাদের মিতব্যয় জন্য আহার্য্য পদার্থ জীর্ণ বিষয়ে লালা নিঃস্বরণের তাদৃশ প্রয়োজন হয় না।

বিড়াল বহুবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া শিকার করিয়া থাকে। কখন কখন পশ্চাৎ পদের উপর ভর দিয়া উপবেশন এবং পূর্ব্ব পদদ্বয় দ্বারা শিকার আক্রমণ করে।

বিড়ালী ৫৫।৫৬ দিবস গর্ভধারণ করিয়া এককালে ছয়টি পর্য্যন্ত সন্তান প্রসব করে। শাবকগুলি অসহায় অবস্থায় মুদিত নয়নে জন্মায় বলিয়া অতিশয় সংগোপনে তাহাদিগকে পালন করে এবং পরম যত্ন সহকারে তাহাদিগকে স্তন পান করায়। বিড়াল, শাবকগুলি ভক্ষণ করে বলিয়া বিড়ালী, প্রসব করা অবধি সাতিশয় সতর্ক থাকে এবং মধ্যে মধ্যে শাবকগুলিকে স্থানান্তরিত করে।

শীত কিম্বা বর্ষা কালে তাহারা উষ্ণস্থানে অবস্থান করিতে ভাল বাসে। দুর্গন্ধ এবং আর্দ্র স্থান হইতে স্বতন্ত্র থাকে। বিলাতে একটী প্রবাদ আছে যে * বিড়াল শাবক সম ক্রিয়াপ্রিয়। শাবকগুলি সর্ব্ব প্রথমে মাতার লাঙ্গূল অবলম্বন করিয়া খেলা করিতে থাকে। রৌদ্র কিম্বা অগ্নি (উনন প্রভৃতি) সমীপে বিড়ালী শাবকগুলি লইয়া অবস্থান করে।

বিড়াল শাবককে আয়নার সম্মুখে স্থাপন করিলে সে প্রথমে আত্মপ্রতিমূর্ত্তি দর্শনে বিমো-

---

* Playful as a kitten :

হিত হয়, পরে সাতিশয় আনন্দ অনুভব করে। আয়নাতে প্রতিবিম্বিত স্বীয় প্রতিমূর্ত্তিকে বিড়াল ভ্রমে তাহার প্রতি আক্রমণ করিতে ব্যাকুল হইয়া আয়নার পশ্চাৎ গমন করে। তথায় কাহাকে না পাইয়া পুনরায় আয়নার সম্মুখে আসিয়া এক মনে প্রতিমূর্ত্তি অবলোকন করিতে থাকে, ক্রমে বিবিধ প্রকার কৌশলে প্রতি-মূর্ত্তি ধরিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতে থাকে। পূর্ব্বপদ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে প্রতিমূর্ত্তি ধরিতে না পারিয়া অবশেষে ছায়া-ময় শাবককে বাল্যবন্ধু অবধারণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

মার্জ্জার জাতির অপত্য স্নেহ সাতিশয় বলবতী।

বিড়াল দশ এগার বৎসর জীবিত থাকে।

কেবল একই পদার্থ আহার করিয়া কোন জন্তু জীবন ধারণ করিতে সক্ষম কি না, তদ্বি-ষয় বিস্তর (Experiment) পরীক্ষা হইয়াছে। পরীক্ষার ফল ভিন্ন পরীক্ষক বিভিন্ন রূপে প্রাপ্ত হইলেও ইহা এক বাক্যে স্থির সিদ্ধান্ত

হইয়াছে যে আমিষ কি নিরামিষ এক বস্তু সহস্র গুণে পুষ্টিকর হইলেও কখনই স্বাস্থ্য রক্ষা কিম্বা জীবন রক্ষা করিতে পারে না। বিড়ালদিগকে আমিষ ও নিরামিষ উভয়বিধ দ্রব্য ভক্ষণ করিতে দেখা যায়।

মাংসাশী পশুগুলি তৃণাহারী পশু অপেক্ষা অনাহারে অধিক দিন জীবিত থাকে। কারণ আমিষ পদার্থ নিরামিষ অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর।

বিড়াল জাতীয় পশুগুলির নখর সাতিশয় তীক্ষ্ণাগ্র এবং সঙ্কোচ ও বিস্ফারিত গুণবিশিষ্ট (Retractable)। তাহারা নখর দ্বারা সজোরে শত্রুকে আক্রমণ করে এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ধৃত করিয়া অক্লেশে অকর্ম্মণ্য ও বিকল করে।

ক্ষুদ্রকায় চতুষ্পদ জন্তুদিগের আত্মরক্ষার্থ অন্যান্য উপায় দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে চতুরতাই সাধারণ উপায়। অধিকাংশ চতুষ্পদের পৃষ্ঠস্থ লোমগুলি আত্মরক্ষণ জন্য কৌশল ক্রমে বল বিক্রম প্রকাশ জন্য এরূপ ভাবে ঊর্দ্ধীকৃত করে যেন তাহাদের শত্রুগণের ভ্রম

উপস্থিত হয় যে তাহাদের আকৃতি এবং বল অত্যন্ত অধিক।

কুকুরের আক্রমণে ভীত হইলে বিড়াল প্রথমে সর্ব্ব শরীরস্থ লোমগুলি ঊর্দ্ধ করিয়া পদাগ্রের উপর ভর দিয়া স্বীয় কলেবর মাত্র ঊর্দ্ধ করে এবং আপন দেহ প্রকাণ্ড বলিয়া শত্রুর নিকট আত্মগরিমায় ভীষণ গর্জ্জন করিতে থাকে।

মার্জ্জার বিপন্ন হইলে বৃক্ষারোহণ করে, অনেক সময় প্রাচীর, গৃহ এবং অট্টালিকা প্রভৃতির উপরেও আরোহণ করিয়া আত্মরক্ষা করে।

মার্জ্জারের তন্মনসংযোগ (Fixed attention) অত্যন্ত আশ্চর্য্য, তাহারা সাতিশয় মনযোগ সহকারে ইন্দুরের গর্ত্তের নিকট বসিয়া থাকে। ঘ্রাণশক্তি দ্বারা সে জানিতে পারে যে ইন্দুর গর্ত্ত মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তখন তাহার বহুদর্শীতা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদ্বারা নির্ণয় করে যে ইন্দুর আহার অনুসন্ধানার্থ নিশ্চয়ই গর্ত্ত হইতে পুনরায় বহির্গত হইবে এবং তৎ-

কালে তাহাকে ধৃত করিবে। তাহারা অতি সংগোপনে ইন্দুরের বহির্গমন জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে, এবং নির্ব্বোধ ইন্দুর যেমন বহির্গত হয়, অমনি তাহাকে আক্রমণ করে। বিড়াল কর্ত্তৃক ইন্দুর শিকার দেখিতে অতিশয় আনন্দপ্রদ। পালিত মার্জ্জার গৃহস্থ মাত্রেরই পরিচিত, এজন্য তাহার বিশেষ বর্ণনা প্রয়োজন অনাবশ্যক হইলেও তাহাদের কতকগুলি বিশেষ fricutiarities বিবরণ বিবৃত করা গেল। তাহাদের গোঁফ (whiskers) শুদ্ধ ওষ্ঠের উপরে স্থাপিত এরূপ নহে। চক্ষের ভ্রূ যুগলে ৪।৫টী এবং গণ্ডদেশের উভয় পার্শ্বে ৩।৪ গাছি করিয়া গোঁফ আছে। এ সমস্ত লোমগুলি ঊর্দ্ধ করিলে মুখমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে একটি গোলাকার আয়তন বিশিষ্ট বেষ্টন পরিধির ন্যায় (Circumference) হয়। এরূপ বিবেচিত হয় যে তাহাদের অল্প জ্ঞান ও বহুদর্শনে তাহারা এই পরিধির আয়তন প্রথমে মুখ মণ্ডলস্থ গোঁফের সহিত তুলনা করিয়া সহজেই নির্ণয় করে যে লতা গুল্ম পরিপূর্ণ স্থানে তাহা-

দের কলেবর প্রবেশ করিতে পারিবে। পরে সেরূপ লতা গুল্ম পরিপূর্ণ স্থানের গহ্বর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গতি বিধি করিয়া থাকে। নিবিড় অরণ্যে বিড়াল জাতীয় শ্বাপদগণ এই স্বাভাবিক পরিমাণ ক্ষমতা বলেই বিজনস্থ বৃক্ষ লতা গুল্ম পূর্ণ স্থানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। বিড়াল জাতীয় হিংস্র জন্তুরা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া নিঃশব্দে জীব হত্যা করে।

বিড়ালের আলোকশূন্য স্থানে দর্শন ক্ষমতা বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। অন্যান্য পশুদিগের অপেক্ষা তাহারা যে অল্প আলোকে দর্শন করিতে পারে তদ্বিষয়ে মতভেদ নাই। বিড়ালের চক্ষুর মণি সঙ্কোচিত এবং বিস্ফারিত হয়। দিবা ভাগে তাহাদের চক্ষের মণি ক্রমশই কুঞ্চিত হইয়া একটী দীর্ঘরেখাবৎ হইয়া থাকে, এজন্য মধ্যাহ্ন কালে তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পায় না।

বিড়াল অত্যন্ত পরিস্কার এবং বিলাসী। আহারের পর মুখমণ্ডল এবং কর্ণদ্বয় পূর্ব্বপদ দ্বারা পরিস্কার করিয়া থাকে। তাহারা জিহ্বা

দ্বারা মুখমণ্ডল লেহন করিতে অক্ষম এজন্য স্বাভাবিক সংস্কার বশতঃ পূর্ব্ব পদে লালা মাথাইয়া ক্রমাগত মুখমণ্ডল ঘষিতে থাকে। শাবকগুলিকেও সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে যত্ন করে। দুর্গন্ধ এবং শীতল স্থানে অবস্থান করে না। সুগন্ধ দ্রব্যের আঘ্রাণে উল্লাসিত হয়। কোমল শয্যায় শয়ন করিতে ভাল বাসে। বিড়াল প্রতি-পালকের তাদৃশ অনুগত হয় না। কিন্তু বাস-স্থানের প্রতি তাহাদের সাতিশয় অনুরাগ জন্মে। ইহাদিগকে প্রহার করিয়াও বাটী হইতে অন্তর করা কঠিন। গৃহ হইতে বিড়ালকে বিদূ-রিত করিয়া দিলে পুনরায় পথ চিনিয়া সেস্থানে আগমন করে।

শীত জন্য যে সময় কীটপতঙ্গগুলি নিম্নে উড়িয়া বেড়ায়, এবং চড়ুই পক্ষীগুলি তাহা-দিগকে ভক্ষণ মানসে ভূমির উপরে বিচরণ করিয়া থাকে, চতুর এবং ধূর্ত্ত বিড়াল তৎ-কালে রৌদ্রে তৃণোপরি পদ বিস্তার করিয়া এরূপ ভাবে শয়ন করিয়া থাকে তাহার যেন

দেহ জীবনশূন্য। কীটপতঙ্গগুলি তাহার সে-রূপ অবস্থা দর্শনে ক্রমান্বয়ে চতুর্দ্দিকে নির্ভয়ে আগমন করিতে থাকে। চড়ুই প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীগুলিও নিরাতঙ্কে মৃতবৎ বিড়াল দেহ সন্নিধানে আগমন করিয়া কীটপতঙ্গগুলি ভক্ষণ করিতে থাকে। চতুর মার্জ্জার অমনি অসতর্ক পক্ষীকে নখর দ্বারা আক্রমণ করে; ছলে বলে এইরূপে অনেক পক্ষী বিনষ্ট করে। বিড়ালের তৎকালীন বিক্রম দর্শনে ইহাদের চতুরতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সারমেয় মার্জ্জারে সর্ব্বদাই বিরোধ উপ-স্থিত হয়, এজন্য ইংরাজিতে একটী প্রবাদ আছে To live like cat and dog (সারমেয় মার্জ্জারের ন্যায় সততঃ বিবাদে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা)।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিড়াল জাতির আদি বিবরণ।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে বিড়াল দেখিতে পাওয়া যায়। বিড়ালের আদি নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে ইহাদের মৌলিকত্ব নিরূপণ বিষয়ে দুই প্রকার মত প্রচার আছে।

১। কেহ কেহ বলেন ইহারা আদি বৃটীষ জন্তু, এবং বন বিড়ালের শাবকেরাই গৃহ-পালিত বিড়ালের পূর্ব্বপুরুষ।

২। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন যে গৃহমার্জ্জার বন গমন করিয়া স্বেচ্ছা-বিহার এবং স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করায় তাহাদের আকৃতি, বল এবং হিংস্র স্বভাব বৃদ্ধি পাইয়া বন বিড়াল নামে একটী পৃথক জাতি হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববেত্তা বেউইক মহোদয় বলেন যে গৃহ মার্জ্জার বন গমন করিলে বন্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সহজপ্রাপ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী

এবং কীট পতঙ্গাদি ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অপর তাহাদের সহিত বন বিড়া-লের সংসর্গ হয়। সচরাচর দেখা যায় যে পালিত বিড়ালী ঋতুমতী হইলে বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বিড়ালের অনুসন্ধানে ইত-স্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া সংসর্গান্তে গর্ভাবস্থায় গৃহে প্রত্যাগমন করে।

মানব কর্ত্তৃক পালন জনিত চতুষ্পদ পশুর আদিম আকৃতি, প্রকৃতি ও স্বভাবের বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিতে অবলোকন করা যায়। বিলাতে এক জাতি লাঙ্গুলবিহীন বিড়াল এবং কুকুর দৃষ্ট হয়, পুরুষ পরম্পরায় সেগুলি লাঙ্গুলশূন্য অবস্থায় জন্ম পরিগ্রহ করে। গল-ওয়ে দেশস্থ বৃষগুলি অনেক দিন হইতে শৃঙ্গ-শূন্য অবস্থায় জন্মিতেছে।

গৃহ এবং বন বিড়ালের মধ্যে শুদ্ধ আকৃ-তির প্রভেদ ব্যতীত অন্যান্য বৈলক্ষণ্য ও দেখিতে পাওয়া যায়। Murray's Encyclopædia of Geography মারে সাহেব কৃত ভূগোল গ্রন্থ হইতে বন বিড়ালের বিবরণ এখানে উদ্ধৃত

করা গেল। বন বিড়ালের প্রকৃতি লিঙ্কস নামক জন্তুর ন্যায়। বন্যাবস্থায় ইহাদের আকৃতি সচরাচর গৃহ মার্জ্জার অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাদের দন্ত এবং নখ আকৃতির সহিত তুলনায় ভয়ানক। অদ্যাপিও অল্পসংখ্যক বনবিড়াল গ্রেট বৃটেনের পার্ব্বতীয় এবং বিজন প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে তথায় অধিকসংখ্যক বনবিড়াল ছিল এবং শিকারপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে শিকার করিতেন। গৃহ মার্জ্জারের উষ্ণপ্রিয়তাই তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বন্যাবস্থায় পরিণত করিতে পারে নাই। ইসেক্স নগরে টালিসবারী পান্থশালায় এক ব্যক্তির একটী প্রিয় বিড়াল ছিল, তাহাকে লণ্ডন নগর হইতে আনা হয়। এক দিবস সে গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিকটস্থ অরণ্যে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিল। বনবাসকালে নিকটস্থ খরগস পক্ষিশাবক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের প্রতি সে এতাধিক দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল যে বনরক্ষক কয়েক দিবস তাহার অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে ধৃত করিতে কৃতকার্য্য হইল না। অবশেষে সে যেমন একদিন একটী

পুরাতন বিলাতি ওকবৃক্ষ কোটর হইতে বহি-র্গত হইবে অমনি তাহার প্রতি গুলি বর্ষণ করা হইল। এরূপ ঘটনা অনেক ব্যক্তির পালিত এবং পলায়িত বিড়ালের সম্বন্ধে ঘটি-য়াছে।

গৃহ মার্জ্জারের লাঙ্গূল মূলদেশ হইতে ক্রমশই সরু হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু বনবিড়া-লের লাঙ্গূল প্রশস্ত এবং সহসা গোলাকার সীমায় সমাপ্ত হইয়াছে।

(Linneos) লিনিয়স এবং (Buffon) বফুন উভয়েই বন ও গৃহ মার্জ্জারকে এক জাতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ব্লেন প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণিবেত্তা পণ্ডিত উক্তমত খণ্ডন করিবার জন্য Comparative Anatomy শিক্ষা প্রচলনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা প্রতি-পন্ন করিয়াছেন। ব্লেন বলেন উভয় বিড়া-লের intestine পরীক্ষা করিলে তাহাদের পরস্পারের পৃথক জাতীয়তা সহজেই প্রতি-পন্ন হয়। গৃহ মার্জ্জারের intestine তাহার দেহের দীর্ঘতা হইতে নয়গুণ দীর্ঘ; কিন্তু বন

বিড়ালের intestine তাহার দেহ অপেক্ষা তিন গুণ দীর্ঘ মাত্র। গৃহ মার্জ্জারের গঠনানুসারে বোধ হয় বিধাতা যেন তাহাকে (Omnivorous) সর্ব্বভুক্ করিয়া সৃজন করিয়াছেন। কারণ যদিচ বিড়াল আমিষপ্রিয়, তথাপি শুদ্ধ উদ্ভিদ্ পদার্থ আহার করিয়াও তাহারা জীবন ধারণ করিতে পারে। তাহারা asparagus, greens, cucumbers, অত্যন্ত ভাল বাসে। আবার বন বিড়ালের নাভি intestinal track দীর্ঘ দৃষ্টে বোধ হয় যেন সৃষ্টিকাল হইতেই তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে মাংসাশী (carnivorous) রূপে সৃজন করা হইয়াছে। তাহারা অদ্যাপিও শুদ্ধ মাংস ভক্ষণেই জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

অনেকে এরূপ বলেন যে, মানব কর্ত্তৃক পালন জনিত তাহাদের উভয় জাতির মধ্যে এই পার্থক্য নির্ণয় করা সুকঠিন, কিন্তু তাহা হইলে গ্রাম্য এবং বন্য বরাহদিগের intestine অদ্যাপিও এইরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হইত।

বিখ্যাত প্রাণিবেত্তা মস্থ টেমিঙ্ক তাঁহার

Mamalogic No 11. ১৭ পৃষ্ঠায় বলেন যে গৃহ এবং বন বিড়াল পৃথক জাতীয় জন্তু। তিনি বলেন যে সম্প্রতি নুবীয়া হইতে একটী নূতন জাতীয় (Felis mamculata) নামক জন্তু মস্তু রূপেল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই জাতীয় পশুই বিড়ালের আদি পুরুষ।

বেউইক সাহেব বলেন যে তিনি বিলাতের কাম্বার্ল্যাণ্ড বিভাগে এক প্রকাণ্ডদেহ বনবিড়াল শিকার করেন, মাপিয়া তাহার পুচ্ছমূল অবধি নাসাগ্র পর্য্যন্ত ৫ ফিটের উপর লম্বা হইয়াছিল!

ভট্ট মোক্ষমুলার সাহেব বলেন গৃহমার্জ্জার প্রথমে মিসর দেশ হইতে বিলাতে আমদানি হয়। মিসরে বিশেষ যত্নসহকারে তাহাদিগকে পালন করা হইত, এমন কি, বিড়ালকে পূজা পর্য্যন্ত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে গ্রীক কি রোমাণ পুরাবেত্তা-দিগের গ্রন্থে গৃহবিড়ালের বিবরণ প্রাপ্ত হওয় যায় না। গ্রেগরির ভ্রাতা বিখ্যাত চিকিৎসক এবং নজিয়েনঞ্জসের ধর্ম্মবেত্তা সিসেরিয়াস তাহা-দের বিবরণ প্রথমে লিপিবদ্ধ করেন। ৩৬৯

শতাব্দীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। মোক্ষমুলার ভট্টের মতে গৃহমার্জ্জার প্রথমে মিসর হইতে গ্রীস এবং ইতালী দেশে চতুর্থ শতাব্দীতে প্রথমে আনীত হইয়াছিল। রোমাণেরা এই চতুর ক্ষুদ্রকায় জন্তুকে কালা (Calas) নামে জ্ঞাত ছিল। গ্রীক এবং রোমাণেরা ইন্দুরের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় বিব্রত হইয়াও বিড়াল দ্বারা সে ভীষণ উপদ্রব শান্তি করিতে সক্ষম হয় নাই।

জার্ম্মণদেশে বিড়াল বহুপূর্ব্ব হইতে (Freya) ফ্রেয্য নামক দেবীর বাহক রূপে পরিচিত ছিল। তাহারা দেবীর চেরিয়ট শকটে সংযোজিত হইত।

ভারতবর্ষে তাহারা পুরাকালে পরিচিত ছিল কি না তদ্বিষয় বর্ণন কালে ভট্ট মহোদয় তাঁহার (ভারত আমাদিগকে কি শিক্ষা দেয় ?)* গ্রন্থে বলিয়াছেন যে সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের বিড়াল এবং মার্জ্জার এই দুইটী মাত্র প্রধান নাম ছিল।

---

* India, what can it teach us ?

মার্জ্জার অর্থে পরিষ্কারক, কারণ বিড়াল সাতিশয় পরিষ্কার জন্তু।

বন বিড়ালকে আরণ্য মার্জ্জার বলা হইত। (ক) মনু (১১—১৩১) মার্জ্জারকে নকুল সহ বর্ণন করিয়াছেন।

পাণিনি পাঠে বন্য মার্জ্জারের বিষয় অবগত হওয়া যায়। বিড়ালকে ইন্দুরের শত্রুরূপে বর্ণন করা হয় নাই। (খ)

আধুনিক কুষীক (গ) পাঠে মার্জ্জার মূষীকম্, বিড়াল এবং ইন্দুরের বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

পঞ্চ তন্ত্র (ঘ) পাঠে বিড়াল এবং ইন্দুরের শত্রুতার বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। অপর, ইন্দুর গৃহে জন্মাইলেও বধ্য, কারণ সে ক্ষতি করিয়া থাকে। এবং ভিন্ন স্থান হইতে মূল্য

(ক) পঞ্চ তন্ত্র। ১৮৫ পৃ—১—১৪।

(খ) (৬—২৭২)

(গ) Casika II. 4. 9. ২—৪,৯

(ঘ) (৫—১০৯)

দিয়াও বিড়াল সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য, কারণ সে হিতৈষী।

বগসন্ন্যাসী সংহিতায় বিড়ালকে বৃষ দংশক বলা হইয়াছে।

মনু সংহিতায় বন বিড়ালের উল্লেখ আছে। পাণিনিতে (ক) বৃক্ষ বিড়ালের উল্লেখ আছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিড়াল জাতীর বুদ্ধিমত্তা, অপত্যস্নেহ প্রভৃতির বিবরণ।

১। এক মহিলার একটী কেনারি পক্ষী এবং একটী বিড়াল ছিল। পক্ষীটী অতিশয় নম্র, সে সর্ব্বদাই চেয়ারের উপর উড়িয়া বসিত, মহিলার অঙ্গুলিতে ঠোকর মারিত এবং তাঁহার হস্ত হইতে খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিত।

বিড়ালটীকেও শৈশবাবস্থা হইতে তিনি এরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন যে সে পক্ষীটীর প্রতি সদয় আচরণ করিত, এবং উভয়ে বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিত বিড়াল।

(ক) (১৬—২—১২)

সর্ব্বদাই পক্ষীর পিঞ্জরের নিকটে আসিত কিন্তু সে কদাচ পক্ষীকে আক্রমণ করিত না।

একদা গৃহিণী পাকশালায় গমন করিতেছেন এমত সময় পক্ষীটী আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে বসিল। বিড়ালও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া আসিল। এমত সময় পক্ষীটী স্ত্রীলোকটীর স্কন্ধ হইতে উড়িয়া কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ মানসে মাটিতে আসিয়া বসিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বিড়ালটী পক্ষীকে মুখে করিয়া আহারের টেবিলের উপর লম্ফ দিয়া উঠিল। গৃহস্বামিনী এই ঘটনা দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। প্রথমে তিনি প্রিয় পক্ষীর জীবনে হতাশ হইয়া নিতান্ত ব্যাকুলিত হইলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বেই বিড়ালের এরূপ অদ্ভুত আচরণের মর্ম্ম অবগত হইয়া নিরুদ্বেগ হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে অপর একটী অপরিচিত নবাগত মার্জ্জার রন্ধনশালার দ্বারে উপনীত হইয়াছে দেখিয়া পালিত বিড়াল পক্ষীকে বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত নিজেই তাহাকে ধৃত করিয়াছিল, পরে যেমন সেই

আগন্তুককে গৃহ হইতে বিতাড়িত করা হইল, পালিত বিড়াল অমনি পক্ষীটীকে আক্রমণ হইতে মুক্ত করিল এবং সে অক্ষত দেহে প্রভু সমীপে উড়িয়া আসিল।

২। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ব্রেন মহোদয় বলেন যে তিনি একটী কাকাতুয়া পক্ষী দেখিয়াছিলেন, সে এক খণ্ড অস্থি প্রাপ্ত হইলেই, তাহার প্রিয় পইণ্টার কুকুরের আগমন কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইলে, পুস্ পুস্ শব্দে গৃহ মার্জ্জারটীকে আহ্বান করিত, এবং তাহার সাদর আহ্বানে বিড়াল সমাগত হইলে সে অস্থিখণ্ড নিম্নে পরিত্যাগ করিত। উভয়ের কেহ না আসিলে অস্থিখণ্ড তাহার খাদ্য পাত্র মধ্যে রাখিয়া দিত, প্রিয় বন্ধুদ্বয় মধ্যে কেহ আগমন না করিলে তাহা কদাচই ত্যাগ করিত না।

৩। সার জন সকার সাহেব এক সময় এক পান্থশালায় একটী ইন্দুরকে একটী বিড়াল ও কুকুরের সহিত এক সঙ্গে পরম সুখে নিদ্রা যাইতে দেখিয়াছিলেন। তিনি গৃহস্বামীকে

এই অদ্ভুত একতার হেতু জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে ইন্দুর পালিত হওয়া অবধি তাহার গলদেশে একটী ঘণ্টা বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সে পর্য্যন্ত তাহার গৃহে আর পূর্ব্বের ন্যায় ইন্দুরের দৌরাত্ম্য হয় না।

৪। বিলাতে (see-gull) সিগালনামক সমুদ্র পক্ষীরা মানবের এতাধিক বশীভূত হয় যে শীতকালে তাহারা গৃহ মধ্যে অগ্নি সন্নিধানে বিড়াল এবং কুকুরের সহিত সুখ স্বচ্ছন্দে একত্রে শয়ন করিয়া থাকে।

৫। সারমেয় মার্জ্জারে সৃষ্টিকাল হইতে বিরোধ কিন্তু অনেক সময় এই উভয় জন্তুকে বিশেষ সদ্ভাবে বসবাস করিতে দেখা যায়। মিষ্টার ওয়েনজল সাহেব বলেন যে তাঁহার একটী কুক্কুর এবং একটী বিড়ালে পরস্পর এতাধিক সদ্ভাব ছিল যে কেহ কাহাকে ত্যাগ করিয়া বাস করিতে ভাল বাসিত না। কুক্কুর কোন সময়ে উত্তম আহার প্রাপ্ত হইলে স্বীয় বন্ধু বিড়ালকে তাহার অংশ প্রদান করিয়া তবে নিজে ভক্ষণ করিত। তাহাদের উভয়কে

সর্ব্বদাই এক পাত্রে (প্লেটে) ভোজন, একত্রে উপবেশন, এক শয্যায় শয়ন এবং একত্রে বিচরণ করিতে দেখা যাইত। একদা তিনি বিড়ালটীকে নিজ কক্ষে আবদ্ধ করিয়া কুক্কুরকে ভিন্ন গৃহে রুদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং উভয়ের আচরণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেন। বিড়ালকে প্রচুর পরিমাণে আহার প্রদান করিয়া দেখিতে লাগিলেন সে তাহার একত্র ভোজনের প্রিয় সঙ্গীকে না দিয়া আহার করে কি না। বিড়াল সাতিশয় আনন্দ সহকারে আহার্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করিল এবং বোধ হইল যেন সে তাহার সঙ্গীকে সম্যকরূপে বিস্মৃত হইয়াছে। পরে তিনি নিজে একটী (partridge) পক্ষীর অর্দ্ধেক মধ্যাহ্ন কালে আহার করিয়া তাহার অবশিষ্টাংশ সায়ং কালে ভক্ষণ মানসে রাখিলেন। তাঁহার স্ত্রী তাহা একখানি প্লেট দ্বারা আবৃত করিয়া খাদ্য রাখিবার আলমারির মধ্যে রাখিয়া দিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন। আলমারিটী তালা দ্বারা বন্ধ করা হইল না। ক্ষণ বিলম্বে বিড়াল কক্ষ হইতে বহির্গত হইল এবং তিনি

কার্য্যান্তরে গমন করিলেন এবং তাঁহার গৃহিণী কক্ষান্তরে ভিন্ন কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। কিয়ৎ কাল পরে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার স্ত্রীর নিকট নিম্নলিখিত বিবরণ শ্রবণ করিলেন। গৃহিণী বলিলেন যে বিড়াল সত্বর কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া কুকুর সমীপে গমন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বরে শব্দ করিলে কুকুর মধ্যে মধ্যে শব্দের দ্বারা তাহার উত্তর দিতে লাগিল। ক্রমে উভয়ে সাক্ষাৎ হইলে পরে বিড়াল যে গৃহে ভক্ষণ করে উভয়েই তথায় উপনিত হইয়া দ্বার মোচন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিল। (তাঁহাদের এক সন্তান দ্বার মুক্ত করিবা মাত্রেই উভয়ে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। মার্জ্জারের ক্রমাগত মিউ মিউ ধ্বনিতে তিনি মৃদুপদসঞ্চারে দ্বারপার্শ্বে আগমন করিয়া নিঃশব্দে উভয়ের কার্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন। মার্জ্জারটী কুকুরকে partridge সমীপে লইয়া গেল এবং আবৃত প্লেটখানি বিমুক্ত করিয়া দিল। কুকুর পক্ষীর অবশিষ্ট খণ্ড পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিল।

বোধ হয় মার্জ্জার মিউ মিউ শব্দে পরমাত্মীয় সারমেয়কে এই কথা জ্ঞাপিত করিয়াছিল যে সে নিজে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়াছে বটে কিন্তু তাহাকে অংশ দিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়াছিল। পরে কুকুরের জন্য কিঞ্চিৎ মাংস রাখা হইয়াছে জানিয়া তাহাকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিল। সেই দিবস হইতে তিনি উভয় জন্তুর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেন এবং তাহাদের মধ্যে যে পরস্পরের মনোভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। ওয়েনজল সাহেব বলেন গৃহ মার্জ্জার মধ্যে মধ্যে বনে গমন ও বিচরণ করিয়া বন্য হইয়া থাকে।

৬। বিড়ালীর অপত্যস্নেহের একটী প্রকৃত ঘটনার বিবরণ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। গ্লাসগো নগরীতে এক ভদ্র রমণীকে এডিনবরা সহর হইতে একটী সুন্দর বিড়ালী একখানি ঝুড়ি করিয়া শকট সহযোগে উপহার প্রেরিত হয়। দুই মাস পর্য্যন্ত তাহাকে সতর্ক ভাবে রক্ষা করিয়া তাহার দুইটী শাবক হইলে কেহ

আর তাহার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিল না। এরূপ অবস্থায় অধিক দিন গত হইতে না হইতে সে শাবক দুইটী সমভিব্যাহারে অন্তর্দ্ধান হইল। রমণী বিড়ালটীকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন এজন্য এডিনবরায় তাঁহার বন্ধুকে তাহার প্রস্থান সংবাদ জ্ঞাপিত করিলেন। গ্লাসগো হইতে প্রস্থানের এক পক্ষ অতীত হইলে তাহার প্রাচীন কর্ত্রীর গৃহদ্বারে তাহার মিউ মিউ শব্দ শ্রুত হইল। পরে দেখা গেল উভয় শাবক সহ সে তথায় উপস্থিত হইয়াছে। তখন শাবক দুইটীকে স্থূলদেহ এবং সুস্থ দেখা গেল, কিন্তু মাতা সাতিশয় ক্ষীণ। বিড়ালীর দুর্ব্বলতার কারণ বিবেচনা করিলে অধিক আশ্চর্য্য হইতে হয় না। গ্লাসগো হইতে এডিনবরা ৪০ মাইল ব্যবধান। সে একটী করিয়া শাবক মুখে করিয়া কিয়ংদূর আসিয়া পুনরায় অপর শাবকটীকে মুখে করিয়া আনিয়াছে, সুতরাং এই ৪০ মাইল পথ তাহাকে প্রকৃত পক্ষে তিন বার চলিতে হইয়াছে। এইরূপে ১২০ মাইল পথ তাহাকে ভ্রমণ করিতে হয়। তাহার বুদ্ধি-

অনুসারে সে রজনীতেই ভ্রমণ করিয়াছিল, বিশেষতঃ শাবক তুইটীকে লইয়া নিশি ভ্রমণে বিপদাশঙ্কা নাই। তাহার পূর্ব্ব বাসস্থানের মমতাই অতিশয় প্রশংসনীয়। বিড়ালের বুদ্ধি শক্তির পরিচয় নিম্নলিখিত বিবরণে বিদিত হওয়া যাইতে পারে।

৭। বিলাতের রাজা চতুর্থ জজ যৎকালে প্রিন্স অব ওয়েলস ছিলেন, সে সময় এক দিন বিখ্যাত চার্লস জেমস ফক্স (Mr. Charles James Fox) তাঁহার সহিত বণ্ড ষ্ট্রীটে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত সময় ফক্স প্রস্তাব করেন যে আসুন উভয়ে এই ষ্ট্রীট দিয়া গমন করা যাউক এবং কে কত গুলি মার্জ্জার অবলোকন করিতে পারি দেখা যাউক। মহাশয়ের যে দিক দিয়া অভিলাষ গমন করিতে পারেন। উভয়ে ষ্ট্রীটের শেষ পর্য্যন্ত আগমন করিলে মিঃ ফক্স বলিলেন আমি ১৩টী মার্জ্জার দেখিয়াছি; রাজকুমার বলিলেন আমি একটীও দেখিতে পাই নাই। তখন যুবরাজের প্রশ্ন মতে ফক্স মহোদয় বলিলেন মহাশয় রাজপুত্র সুতরাং

পথের ছায়াময় ভাগ দিয়া গমন করিয়াছিলেন, আর আমি বুঝিয়াছিলাম আমাকে রৌদ্র বিশিষ্ট ভাগ দিয়া গমন করিতে হইবে এবং বিড়ালেরা সর্ব্বদাই রৌদ্র পোহাইয়া থাকে।

৮। ওয়েলশ রাজাদিগের মধ্যে এক জন রাজার প্রাচীন আইন পাঠে বিদিত হওয়া যায় যে তাঁহার সময়ে গৃহ মার্জ্জার অতিশয় মূল্যবান এবং বিরল ছিল। তৎকালীন অর্থ-কৃচ্ছ্র সময়ে একটী অস্ফুটচক্ষু বিড়াল শাবকের মূল্য এক পেনী, একটী ইন্দুর ধরিতে সক্ষম হইলে দুই পেনী এবং অধিক ইন্দুর ধরিতে পারিলে চারি পেনী ছিল। মার্জ্জারচোরকে শাবক সমেত একটী দুগ্ধবতী মেষ এবং একটী মেষের পশম সরকারে দিতে হইত, এ সামান্য শাসন নহে! কিম্বা অপহৃত বিড়ালকে লাঙ্গুল ধরিয়া ঊর্দ্ধ করিয়া তাহার মুখ ভূমিস্পর্শ করিলে যত দূর ঊর্দ্ধ হয় তদ পরিমিত ঊর্দ্ধ স্তূপাকৃতি গম প্রদান করিলে তবে চোর নিস্তার পাইত।

৯। প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হিউ সাহেব চীন

রাজ্য ভ্রমণ কালে মার্জ্জার-ঘটিকার বিষয় যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহা এস্থলে বিবৃত করা গেল। তাঁহারা এক দিন চীনের কতক গুলি খৃষ্টান কৃষকদিগের বাটী দেখিতে গমন করিতেছিলেন, গমন কালে পথে দেখেন যে একটী বালক একটী মহিষ চরাইতেছে। তাঁহারা বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে? বালকটী আকাশের দিকে অবলোকন করিয়া দেখিল সূর্য্যদেব ঘনমেঘে আবৃত; সুতরাং বেলা নির্ণয় করিতে পারিল না। তখন সে বলিল, "একটু অপেক্ষা করিতে হইবে, আকাশ মেঘাছন্ন।" এই কথা বলিয়া নিকটস্থ শস্যক্ষেত্রাভিমুখে দ্রুতপদবিক্ষেপে গমন করিয়া একটী বিড়াল লইয়া প্রত্যাগমন করিল। সে তাঁহাদিগের নিকট উপনীত হইয়া বলিল, "দেখুন এখনো দ্বিপ্রহর হয় নাই" এই বলিয়া বিড়ালের চক্ষুর আবরণ মোচন করিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইল। তাঁহারা আশ্চর্য্য ভাবে বালকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু সে সরল ভাবে বিড়ালের চক্ষুর পাতা টানিতে লাগিল।

চক্ষু লইয়া এরূপ পরীক্ষা করাতে বিড়াল বড় সন্তুষ্ট হয় নাই, কিন্তু বিড়ালটী আশ্চর্য্য স্থির-ভাবে রহিল। তাঁহারা বলিলেন "ভাল, তোমার কল্যাণ হউক।" তখন সে বিড়ালকে পরিত্যাগ করিল, বিড়াল প্রস্থান করিল এবং তাঁহারাও গম্যপথে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা খৃষ্টান পল্লীতে উপস্থিত হইয়া খৃষ্টানদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন বিড়াল দ্বারা কিরূপে সময় নির্ণয় করা যায়। তাহারা তিন চারিটা বিড়াল ধরিয়া আনিল এবং তাহাদিগের দ্বারা ঘড়ির কাজ কিরূপ চলে তাহা বুঝাইতে লাগিল। তাহারা বলিল "বিড়ালদের চক্ষুর তারা প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ছোট হইয়া অব-শেষে একটী লম্বা রেখার ন্যায় হয়; দ্বিপ্রহরের পর চক্ষুর তারা ক্রমশঃ প্রশস্ত হইতে থাকে।" তখন তাহাদের হস্তগত বিড়ালগুলির চক্ষু পরীক্ষা করিয়া সকলেই স্থির করিলেন দ্বিপ্র-হর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মার্জ্জার জাতির মেধা, বুদ্ধিমত্তা, অপত্য-স্নেহ এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কয়েকটী উদা-

হরণ মিং কিংসটন সাহেবের প্রণীত "পশু জাতির অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার বিবরণ" নামক পুস্তক হইতে সঙ্কলিত করা গেল। ইং-লণ্ডের কোন গ্রামে একটা গৃহস্থের বাটীতে (Debora) দেবরা নামক একটা বিড়াল প্রতি-পালিত হইয়াছিল। পুষ্পোদ্যানের প্রাচীর সন্নি-কটে উক্ত বাটীর প্রবেশ দ্বার ছিল। অনেক সময় দেবরার বহির্দ্দেশে অবস্থানকালে গৃহ-দ্বার অবরুদ্ধ থাকিত। এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে দেবরা বাটীর মধ্যে প্রবেশলাভের জন্য কাতরতার সহিত তারস্বরে মিউ মিউ ধ্বনি করিলেও কখন কখন তাহার জন্য দ্বারো-ন্মোচন করা হইত না। তখন সে অন্য বাটীতে গমন না করিয়া গবাক্ষসন্নিকটে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কোন আগন্তুক ব্যক্তির আগমনকাল প্রতীক্ষা করিত এবং আগন্তুকের গৃহ প্রবেশ কালে তাঁহার অনুগমন করিত।

এই প্রকারে প্রায় একমাস গত হইলে দেবরা গৃহ প্রবেশার্থীদিগের বহির্দ্বারস্থিত আংটা নাড়া দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে ঐ আংটা

বাহির হইতে টানিলেই গৃহস্থিত ভৃত্যেরা দ্বার মুক্ত করিয়া থাকে এবং সেই উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে সেও আগন্তুক ব্যক্তির ন্যায় অনায়াসে গৃহের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে। একদা দ্বার অবরোধ কালে দেবরা বাহিরে ছিল, এবং মেরী নাম্নী পরিচারিকা গৃহাভ্যন্তরে মনোভিনিবেশপূর্ব্বক সূচীকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এমন সময়ে সে সহসা কোন আগন্তুকের দ্বারমোচন সঙ্কেতধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্যস্ততা সহকারে দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিল যে বহির্দ্দেশে দেবরা ব্যতীত অপর কেহই নাই। দেবরাও দ্বারোন্মোচিত হইবা-মাত্র লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গৃহ প্রবিষ্ট হইল। কেহ দ্বারে আঘাত করিয়াই চলিয়া গিয়াছে এই জ্ঞানে মেরী দ্বার পরিত্যাগ করিয়া পথের উভয় পার্শ্ব অবলোকন করিল কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

পর দিবস পুনর্ব্বার ঐরূপ দ্বারোন্মোচন জন্য ধ্বনি শ্রুত হইলে মেরী গৃহস্বামিনীকে তদ্বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিল, এবং তিনি

বাটীর এক ভৃত্যকে দেবরার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য উদ্যানে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। পুনর্ব্বার দেবরাকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিলে পর কিছু ক্ষণ পরেই দেখা গেল যে সে গৃহদ্বার সম্মুখে পশ্চাৎ পদদ্বয়ের উপর ভর দিয়া ঊর্দ্ধ পদে দণ্ডায়মান হইল এবং পূর্ব্ব পদের এক খানি দিয়া দ্বার অবলম্বন পূর্ব্বক অপর খানির দ্বারা আংটা আকর্ষণ করিয়া শব্দ করিতে লাগিল। মেরীও তৎক্ষণাৎ দ্বার মুক্ত করিয়া তাহাকে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল।

আমাদের দেশেও মার্জ্জার জাতির এইরূপ অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ মানবেতর জীবদিগের প্রতি অবজ্ঞা জনিত আমরা তাহাদের কার্য্য-প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করি না এবং তজ্জনিত বিমল আনন্দও অনুভব করিতে পাইনা। আমাদের একটী পালিত বিড়াল আছে। সে বাসগৃহে রাত্রি যাপন করে। প্রাতে গৃহদ্বার মুক্ত হইলেই পুষী বহির্গমন করে, এবং কোন

সময়ে গৃহ প্রবেশের ইচ্ছা হইলেই পূর্ব্বপদ দ্বারা দ্বার দেশে আঘাত করিতে থাকে। বাটীর সকলেই এই বিষয় পরিজ্ঞাত থাকায় তাহার গৃহ প্রবেশের বিলম্ব ঘটে না। ঘটনা ক্রমে কেহ অন্য মনস্ক বা অনুপস্থিত থাকিলে সে আগন্তুকের আগমন কাল প্রতীক্ষা করিতে থাকে। কোন ব্যক্তি আসিয়া দ্বার মুক্ত করিলেই বিড়াল গৃহ প্রবেশ করে। মধ্যাহ্নে আহারীয় প্রস্তুত হইলেই সে বহির্বাটীতে আগমন পূর্ব্বক প্রভুসমীপস্থ হয় এবং আহার করিতে যাইবার জন্য অনুরোধ সূচক মিউ মিউ ধ্বনী করিতে থাকে, তাহাতেও যদি সে প্রভুর মনাকৃষ্ট করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে তাঁহার পদে মৃদু দংশন করে, এবং লাঙ্গুল উত্তোলন পূর্ব্বক প্রভুর গাত্র স্পর্শ করিয়া অন্ন উপস্থিতি সংবাদ বিজ্ঞাপিত করে। প্রভু গমনোদ্যোগী হইলে সে অতীব হর্ষ সহকারে অগ্রে অগ্রে দ্রুত পাদবিক্ষেপে গমন করিতে থাকে, এবং প্রতিক্ষণেই পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রভু আগমন করিতেছেন কি না অবলোকন করে। তখন

উভয়ে একত্র হইয়া আহার স্থানে উপস্থিত হয়, এবং প্রভুর প্রদত্ত আহার্য্য ভক্ষণ করে।

সে রাত্রি কালে বাস গৃহে অবস্থান করে। প্রভু আগমন করিলে কর্ত্রীকে প্রভুর আগমন জানাইবার নিমিত্ত মিউ মিউ শব্দ করিয়া ডাকিতে থাকে এবং দ্বারোন্মোচন জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করে। যে পর্য্যন্ত দ্বার বিমুক্ত না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত সে অনবরত ডাকিতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে এক প্রকার বিকট ধ্বনী করে। আহার্য্য দ্রব্য ভোজন পাত্র হইতে ভূমিতে স্থাপন না করিলে সে কদাচ গ্রহণ করে না। তাহাকে কখন ভোজন পাত্র হইতে মৎস্যা-পহরণ করিতে কিম্বা দুগ্ধের বাটিতে মুখ দিতে দেখা যায় না। ইহার আশ্চর্য্য বুদ্ধিপ্রাখর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইতে হয়। অপা-লিত বিড়ালের ন্যায় সে কদাচ গৃহ মধ্যে মল মূত্র পরিত্যাগ করে না। মল মূত্র পরিত্যাগের সময় যদি সে কোন গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে চীৎকার ধ্বনী করে এবং অতিশয় ব্যস্ত হইয়া অবিরত দ্বারাভিমুখে ধাবিত হয়।

তাহার সেরূপ ব্যবহারে গৃহস্থিত লোকে জানিতে পারে ইহার মলমূত্রাদি ত্যাগের প্রয়োজন হইয়াছে। তখন দ্বারমুক্ত করিয়া দিলেই সে বাহিরে গমন করে এবং মল মূত্র ত্যাগ করিয়া প্রত্যাগমন করে। ইহা অপেক্ষা পশুজাতির বুদ্ধির আর অদ্ভুত উদাহরণ কি উল্লেখ করা যাইতে পারে? আমরা শূকর-পালকদিগের নিকট শুনিয়াছি যে শূকরেরা তাহাদের বাসগৃহে কখনই মল মূত্র পরিত্যাগ করে না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে পশুজাতিও মনুষ্যের ন্যায় পরিষ্কার থাকিতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

২। ফ্রান্স দেশে কোন এক ভদ্র মহিলার একটী বিড়াল ছিল। সে তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত; সর্ব্বদাই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত; তিনি উপবেশন করিলে তাঁহার পদসন্নিকটে অবস্থান করিত। সে তাঁহার হস্ত ব্যতীত অপরের হস্তপ্রদত্ত আহার্য্য ভক্ষণ করিত না। অন্য কেহ স্নেহ প্রদর্শন জন্য তাহার

গাত্রোপরি হস্তার্পণ করিলে আনন্দানুভব করা দূরে থাকুক, অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিত।

মহিলাটীর কতকগুলি পালিত পক্ষী ছিল। পক্ষিজাতির সহিত বিড়াল জাতির স্বাভাবিক শত্রুতা, ইহাদের পরস্পর খাদ্য খাদক সম্বন্ধ। কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার! উক্ত পক্ষীদিগকে ধৃত করিয়া ভক্ষণ করিবার বিশেষ সুবিধা সত্ত্বেও মার্জ্জার তাহাদিগকে কখন আক্রমণ করিত না।

মহিলার চরম কাল উপস্থিত হইলে তিনি যত দিন রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, ততদিন মার্জ্জারটীকে কোন প্রকারেই তাঁহার কক্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারা যায় নাই। অবশেষে মহিলার মৃত্যু হইলে তাঁহার পরিচারকবর্গ নিরাশ্রয় পশুকে বলপূর্ব্বক গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পর দিন প্রভাতকালে ভৃত্যগণ মহিলার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল যে বিড়ালটী আস্তে আস্তে পরিভ্রমণ করিতেছে ও কাতরভাবে আর্ত্ত-নাদ করিতেছে। তাঁহার মৃতদেহ সমাধিনিহিত

হইলে প্রভুভক্ত মার্জ্জার প্রভুবিয়োগশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া অনাহারে সমাধিস্থানে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিল। কি অদ্ভুত প্রভু-পরায়ণতা! উন্নতবুদ্ধি প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানব-জাতির মধ্যেও এরূপ অসামান্য প্রভুপরায়ণ-তার প্রমাণ অত্যন্ত বিরল, কেহ কখন দেখিয়াছেন কি না সন্দেহস্থল।

৩। এক দিন মিং কিংস্‌টন সাহেব একটী প্রাচীনা মহিলার বাটীতে গমন করিলে উক্ত মহিলা তাঁহাকে অগ্নিসমীপস্থ টেবী নামে একটী মার্জ্জার দেখাইয়া বলিলেন যে সপ্তদশ বৎসর অতীত হইল উক্ত বিড়ালটীর মাতা কয়েকটী সন্তান প্রসব করে। মার্জ্জারশিশুগুলি তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলে তিনি একটী সাবক ব্যতীত অপরগুলিকে জলমগ্ন করিতে ভৃত্যকে আদেশ দিলেন। টেবীকে দেখাইয়া বলিলেন সেই শাবকটী এই। টেবী তদবধি তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। সে প্রসবোন্মুখ হইলেই অন্তর্হিত হইত এবং বর্ষাকালে এক খানি তৃণাচ্ছা-

দিত গৃহের শিখরদেশস্থিত তৃণগুলি উত্তো-
লন করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিত।
ঝর্ঝাবারি সেই ছিদ্র দিয়া গৃহ মধ্যে পতিত
হওয়ায় গৃহস্বামিনীর অত্যন্ত ক্ষতি হইত।
এই কারণে সে পুনর্ব্বার গর্ভবতী হইলে
তিনি তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার সঙ্কল্প
করিলেন এবং তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য
একটী বন্ধুকে অনুরোধ করিলেন। কারণ
উক্ত বন্ধুর পাচক মার্জ্জার জাতিকে
অতিশয় ভাল বাসিত, সুতরাং তাঁহার বাটীতে
টেবীর উত্তমরূপ আহার্য্যের অভাব ঘটিবার
কিছু মাত্র সম্ভাবনা ছিল না। তিনি এক-
খানি চুপড়িতে টেবীকে স্থাপন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ
রূপে আবৃত করিয়া উক্ত বন্ধুর বাটীতে পাঠা-
ইয়া দিলেন এবং সেও তাহার নূতন আবাস
স্থানের একটী কক্ষে অবরুদ্ধ থাকিয়া অনতি-
বিলম্বেই কয়েকটী সন্তান প্রসব করিল।
প্রয়োজনাতিরিক্ত সাবকগুলিকে এবার জীবিত
রাখা হইয়াছিল এবং সকলেই বিবেচনা করি-
লেন যে সে তাহার নূতন আবাসস্থানে সন্তুষ্ট

ভাবে অবস্থান করিবে। কিন্তু তাহা ঘটিল না। সে সুবিধা পাইবামাত্র সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত গ্রাম অতিক্রম করিয়া এক দিবস প্রাঃতকালে আপনার পূর্ব্বস্বামিনীর শয়ন-কক্ষ-দ্বারে উপনীত হইল এবং কক্ষ মধ্যে প্রবেশ লাভ জন্য মিউ মিউ ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন তিনি দ্বার মুক্ত করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক স্নেহ বাক্যে তাহাকে পরিতুষ্ট করিলে পর সে আপনার শাবকগুলির উদ্দেশে গমন করিল। সেই দিবস হইতে সে প্রতিদিন প্রাতে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত এবং তাহার প্রতি স্নেহ বাক্য প্রয়োগ করিয়া গাত্রে হস্তার্পণ না করিলে সে নিরস্ত হইত না। সে তাঁহার কুশলবার্ত্তা এবং স্বাস্থ্যের বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্যই যেন প্রতিদিন আগমন করিত এবং তদ্বিষয় অবগত হইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিত। এইরূপ প্রতিদিন প্রাতে সে নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইত। কিন্তু এক দিবসে তাহাকে কখন দুইবার আসিতে দেখা যাইত না। অবশেষে ক্রমে

ক্রমে তাহার সন্তানগুলি আপনাপন আহার অন্বেষণাদি করিতে শিখিলে সে তাহার পূর্ব্ব স্বামিনীর বাটীতে আসিয়া রহিল আর কখনও স্থানান্তরে যায় নাই। সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহাকে স্থানান্তরিত করা গেল না। তাহাকে তাড়াইয়া দিতে গৃহস্বামিনীরও তাদৃশ ইচ্ছা রহিল না। সে তদবধি সর্ব্বদাই তাঁহার কক্ষ-দ্বারে শয়ন করিয়া থাকিত।

৪। ইংলণ্ডে এসেক্স প্রদেশবাসী কোন এক মহিলার দুইটী বালিকা কন্যা ছিল। তাহারা একটী মার্জ্জারশিশুকে লালন পালন করিয়াছিল। প্রিয় মার্জ্জারটী সর্ব্বদাই তাহাদের সঙ্গে থাকিত। ঘটনাক্রমে উভয় ভগ্নী বিষম জ্বরাক্রান্ত হইয়া কাল কবলে নিপতিত হইল। বিড়ালটী সেই শোকাবহ ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহার প্রিয় সহচরদিগের মৃত্যুকক্ষ হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে অসম্মত হইল এবং মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে অতিশয় বিমর্ষ ভাবে পড়িয়া রহিল। যখন উভয় ভগ্নীর মৃতদেহ সমাধিবাক্সে স্থাপিত হইল, তখন সে অতিশয়

কাতরতা সহকারে শোকসূচক মৃদু শব্দ করিয়া এক বাক্স হইতে বাক্সান্তরের নিকট পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। একাল পর্য্যন্ত কোন প্রকারেই তাহাকে আহারীয় গ্রহণ করাইতে পারা গেল না। তাহার প্রিয় সঙ্গিনীদ্বয়ের মৃতদেহ সমাধিনিহিত হইবার অব্যবহিত পরেই সে তথায় শয়ন করিয়া আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিল। এরূপ অদ্ভুত অকৃত্রিম প্রণয়ের আদর্শ শুদ্ধ উন্নতবুদ্ধি মানবজাতিতেই আবদ্ধ নহে।

৫। বিলাতের এক ধনী ব্যক্তির পল্লীগ্রামস্থ বাটীতে করুণহৃদয় ভৃত্যগণ খাদ্য বস্তু দ্বারা প্রলোভিত করিয়া এক ভেককে তাহার গর্ত্ত হইতে বাহির করিয়াছিল। শীতাগমে ভেক প্রতিদিন সায়ং কালে রন্ধনশালার প্রজ্বলিত অগ্নি সন্নিধানে উপস্থিত হইত। কারণ প্রাঙ্গনস্থ তিমিরাবৃত শীতল বিবর অপেক্ষা সে স্থান তাহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুখজনক অনুভূত হইয়াছিল। রন্ধনশালায় একটী প্রাচীন প্রিয় মার্জ্জার অবস্থান করিত। সে প্রথমে অপরিচিত

ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট জীবকে অতিশয় ঘৃণা প্রদর্শন করিত, কিন্তু পরে তাহাকে সমাগত আমন্ত্রিত বিবেচনা করিয়া বিরক্ত করিত না। অবশেষে পুষী সকরুণ হৃদয়ে নিরাশ্রয় শীতকাতর ভেককে উৎপীড়ন করা দূরে থাকুক, তাহার শরীরে প্রয়োজনীয় উত্তাপ বৃদ্ধির নিমিত্ত স্বীয় লোমযুক্ত লাঙ্গুল দ্বারা তাহাকে আবৃত করিয়া রাখিত; ভেকও তদবধি আপন গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়াই বৃদ্ধ মার্জ্জার সমীপে গমন করিত এবং বিড়ালটীও আপনাকে তাহার রক্ষক স্বরূপ মনে করিয়া কাহাকেও আশ্রিত ভেককে বিরক্ত করিতে দিত না।

৬। স্বভাবের বিবরণ নামক পুস্তকপ্রণেতা ডাক্তার গুড সাহেব বলেন, মার্জ্জারেরা যাহাদিগকে ভালবাসে তাহাদিগের নিকট হইতে আপনাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রত্যাশা করে। তিনি এতদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত গল্পটী প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাক্তার গুডের একটী প্রিয় মার্জ্জার ছিল। সে প্রতিদিন লিখিবার সময় টেবিলের উপর

বসিয়া দেখিত কাগচের উপর তাঁহার হস্ত সঞ্চালিত হইতেছে। অবশেষে পুষীর একটি সন্তান হইলে, তাহার লালন পালনে ব্যস্ত থাকায় সে প্রভু সমীপে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতে পারিত না। একদিন প্রাতঃকালে সে গৃহ প্রবেশ করিয়াই লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক টেবিলের উপর উঠিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার হস্ত এবং লেখনীতে আপনার লোমাবৃত গাত্র ঘর্ষণ করিতে লাগিল। বোধ হয় বাহিরে গমন করিবার অভিপ্রায়ে সে এরূপ করিতেছে এই বিবেচনা করিয়া তিনি দ্বারোন্মোচন করিলেন। কিন্তু বিড়ালটী বহির্ভাগে গমন না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং তাঁহার প্রতি এরূপ সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যেন তাঁহার নিকট তাহার কোন বিশেষ বক্তব্য আছে। তিনি অতিশয় ব্যস্ত থাকায়, দ্বার আবদ্ধ করিয়া পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এক ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতে পুনরায় দ্বার মুক্ত হইলে, তিনি পাদদেশে মার্জ্জারের গাত্রস্পর্শানুভব

করিলেন এবং নিম্নভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে মার্জ্জারটী তাহার শাবকের মৃত দেহ আনয়ন করিয়া প্রভুপদতলে স্থাপন করিয়াছে। শাবকটী ঘটনাক্রমে বিনষ্ট হইয়াছিল এবং সেই মৃত শাবককে এই অভিপ্রায়ে আনয়ন করিয়াছিল যে প্রভু তাহার শোকের কারণ অবলোকন করিয়া শোক প্রকাশ করিবেন। মৃত শাবকটীকে যখন প্রভু নিজ হস্তে উত্তোলন করিয়া দুঃখিতভাবে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন এবং কি প্রকারে তাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিলেন, তখন সে তাহা দর্শন করিয়া যেন সন্তুষ্ট হইল এরূপ অনুমিত হইয়াছিল। অবশেষে যখন শাবকটীকে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করা হইল এবং সে বুঝিতে পারিল যে প্রভু তাহার দুঃখের অংশভাগী হইয়াছেন, তখন সে ক্রমশঃ শান্ত হইল এবং পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় প্রভু পার্শ্বস্থ স্থান অধিকার করিল। সহানুভূতিজনিত স্বর্গীয় সুখাস্বাদনে শুদ্ধ প্রজ্ঞানশালী মানবই এক মাত্র অধিকারী নহে। জগৎপাতা অপেক্ষাকৃত নিম্ন

শ্রেণীস্থ প্রাণিদিগকেও সে সুখে বঞ্চিত করেন নাই।

৭। মার্জ্জার শাবকেরা ঘটনাক্রমে স্বাভাবিক রক্ষকগণকে হারাইলে বোধ হয় যেন অন্য জীবের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে ব্যগ্র হয়; যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য রক্ষক প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ সততই ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে। কোন কোন সময়ে তাহারা বন্ধু বা রক্ষক নির্ব্বাচনে অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির পরিচয় প্রদান করে। একটী বাটীর বহির্ভাগস্থ গৃহাবলীর উপরিভাগে একটী মার্জ্জারশাবক ঘটনাক্রমে স্বীয় মাতা এবং ভ্রাতৃগণের সঙ্গভ্রষ্ট হয়। তাহার নিকটে খাদ্য প্রদান করিয়া নানা প্রকার যত্ন করিলেও সে কোন প্রকারেই মানবের করায়ত্ত হইল না। উক্ত গৃহাবলীর ছাদের নিম্নদেশস্থ প্রাঙ্গণে এক দল কুক্কুটশাবক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। অবশেষে মার্জ্জারশিশু একাকী থাকিতে বিশেষ ক্লেশ বোধ করিয়া মনে করিল যে নিম্নস্থ প্রফুল্ল ক্রীড়ারত ক্ষুদ্র পক্ষিদলে মিশ্রিত হওয়ায় কোন হানি নাই। এই

নিমিত্ত সে নিম্নে অবতরণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ তাহাদের অভিমুখে গমন করিল। কুক্কুট শাবকেরা তাহাকে অবলোকন করিয়াও কোন অনিষ্ট করিল না দেখিয়া সে তাহাদের মধ্যে শয়ন করিল। কুক্কুট শাবকেরাও যেন বুঝিতে পারিয়াছিল যে মার্জ্জারশিশু বাল্যাবস্থায় তাহাদের কোনরূপ ক্ষতি করিতে সক্ষম নহে।

এই সময় হইতে কুক্কুটশাবকেরা যে দিকে খাদ্যানুসন্ধান জন্য গমন করিত সেও সেইদিকে তাহাদিগের অনুগমন করিত। অল্পকাল মধ্যেই তাহাদের পরস্পরে, বিশেষ সদ্ভাব সংস্থাপিত হওয়ায় কুক্কুটশাবকগণ যেন নবাগত বন্ধু প্রাপ্তে আপনাদিগকে সাতিশয় গৌরবান্বিত জ্ঞান করিল। মার্জ্জারশিশুও ইহা অবগত হইয়া বিশেষ আহ্লাদ সহকারে তাহাদের পরিচালক স্বরূপ তৎসমভিব্যাহারে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। সে কখন কখন ক্রীড়াচ্ছলে তাহাদের পদগুলি দংশন করণাভিপ্রায়ে যেন আক্রমণ করিত এবং তাহারাও নির্ভীকচিত্তে তাহার আক্রমণ প্রতিহত করিবার নিমিত্ত মার্জ্জার-

শিশুকে আপনাদিগের চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিত। কখন কখন সে কোন বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া সহসা লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক অতর্কিতভাবে তাহাদের দলের মধ্যে পতিত হইয়া সকলের গাত্রে আপনার লোমাবৃত লাঙ্গূল ও গাত্র স্পর্শ করাইয়া অত্যন্ত আনন্দানুভব ও ক্রীড়া করিত। একটী কুক্কুটশাবক ইহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। সে প্রতিদিন বাটীর বহির্ভাগস্থ গৃহাবলীর মধ্যে উক্ত কুক্কুটশাবকের আবাসস্থানে গমন করিয়া তাহার বহির্ভাগে প্রহরীস্বরূপ শয়ন করিয়া থাকিত। সে যখন কুলায় পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য কুক্কুট সমীপে প্রত্যাগমন করিত, মার্জ্জারটীও তাহার গাত্রে লাঙ্গূল স্পর্শ করিতে করিতে অনুগমন করিত।

যখন এই কুক্কুটশাবকগুলি পরিবর্দ্ধিত হইল, এবং অপর কতকগুলি জন্মিল সে তাহাদিগকেও স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিল। এইরূপে উক্ত মার্জ্জারশিশু প্রত্যেক অভিনব কুক্কুটশাবকদিগকে স্বীয় আশ্রয়ে গ্রহণ করিত। তাহাদের পিতা মাতারাও স্বীয় সন্তানগণের

এইরূপ অস্বাভাবিক ধাত্রী অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইত না। প্রণয় সঞ্চারিত হইলে পশুজাতিও স্বভাবজাত শক্রতা বিস্মৃত হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রজ্ঞাশালী জীব শ্রেষ্ঠ মানব সকল সময়ে এই সত্যের মাহাত্ম্যানুভব করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত অমূল্য উপদেশগুলিকে কার্য্যে পরিণত করেন না। জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মপ্রচারকগণ শক্রকে ক্ষমা করিতে, এমন কি, ভালবাসিতে উপদেশ দিয়াছেন। সাধারণ লোকের পক্ষে তাঁহাদের উপদেশ অর্থশূন্য প্রলাপবাক্য মাত্র। কিন্তু জীবতত্ত্বানুসন্ধিৎসু মনীষীগণের নিকট সেগুলি জ্বলন্ত সত্য।

৮। এক সময়ে একটী বিড়াল এক গৃহাভ্যন্তরে কতকগুলি শাবক প্রতিপালন করিতেছিল। সেই সময়ে উক্ত গৃহের উপরিভাগে একটী কপোত ডিম্ব প্রসব করিয়া স্বীয় কুলায়ে সেগুলিকে তা দিতে ছিল। মূষিকের অত্যাচারে তাহার ডিম্ব এবং নবজাত শাবকগুলি ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইতে লাগিল। পারাবত উপ-

স্থিত শত্রু হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া অবশেষে নিকটস্থিত পক্ষি-কুল-চিরশত্রু নবপ্রসূতা মার্জ্জারের শরণাপন্ন হইল। বিড়ালটীও আপনার প্রতি শরণাগতের অদৃষ্টপূর্ব্ব মহান্ বিশ্বাসে পরমাহ্লাদিত হইয়া আশ্রিতকে বিনষ্ট করা দূরে থাকুক, তাহার প্রতি অত্যন্ত সদয় ভাব প্রকাশপূর্ব্বক আপনাকে পারাবতের বন্ধু ও রক্ষক স্বরূপ বিজ্ঞাপিত করিল। কাল-সহকারে তাহারা এক পাত্রে উভয়েই আহার গ্রহণ করিতে লাগিল। কপোত মার্জ্জারের অনুপস্থিতিকালে তাহার শাবকগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিত। বোধ হইত যেন সে মূষিক-উপদ্রব-নাশিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রযুক্ত তাহার শাবকগুলিকে বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষা করিয়া প্রাপ্ত উপকারের সাধ্যানুসারে প্রতিদান করিতেছে। অপরিচিত লোকে মার্জ্জারশাবক-দিগের সম্মুখে আগমন করিলেই সে তাহাকে বিতাড়িত করিবার অভিপ্রায়ে উড্ডীয়মান হইয়া স্বীয় পক্ষ ও চঞ্চু দ্বারা ভূয়োভূয়ঃ আঘাত

করিত। অবশেষে উভয়ের শাবকগুলি স্বাধীন-ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে অভ্যস্ত হইলে মার্জ্জার যখন উদ্যানে কিম্বা নিকটস্থ ক্ষেত্রে বিচরণ করিত, কপোতকে তাহার সহবাসজনিত প্রীতিলাভার্থে সর্ব্বদাই তৎসমীপে অবস্থান করিতে দেখা যাইত। ভগবানের কি আশ্চর্য্য মহিমা! খাদ্যখাদকরূপ চিরশত্রুতাবদ্ধ প্রাণী-দিগের মধ্যেও এইরূপ অকৃত্রিম প্রণয়ের শত শত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা যায়। হিংস্র জন্তুর হৃদয়ও প্রণয়, স্নেহ, অহিংসাদি মানবহৃদয়ের উন্নত বৃত্তির নিকট অপরিচিত নহে।

৯। কোন সময়ে একটী মার্জ্জারের শাবক-গুলি সমস্তই এককালে বিনষ্ট হইলে সে সন্তানশোকে অধীর হইয়া ইতস্ততঃ আর্ত্তনাদ করিয়া বিচরণ করিত। তৎকালে তাহার প্রভু একটী ক্ষুদ্র পক্ষিশাবক আনয়ন করিয়া তাহাকে স্বহস্তে গোদুগ্ধ পান করাইয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এক দিবস প্রাতঃকালে পক্ষিশাবক-টীকে যথাস্থানে দেখিতে না পাইয়া বহু অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাওয়া

গেল না। তখন সকলেই স্থির করিলেন যে কোন অপরিচিত কুকুর কিম্বা মার্জ্জার তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছে। এই বিবেচনা করিয়া শাবকটীর আশায় জলাঞ্জলী দিয়া সকলেই অন্বেষণে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এইরূপে এক পক্ষ অতীত হইলে এক দিবস সায়ংকালে গৃহস্বামী উদ্যানমধ্যে কাষ্ঠাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন এমত সময়ে দেখিলেন যে তাঁহার মার্জ্জার ঊর্দ্ধ লাঙ্গুল হইয়া মৃদু মন্দ শব্দ করিতে করিতে তাঁহার সমীপে আগমন করিতেছে এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী পক্ষিশাবক নির্ভয়ে পরমানন্দে অনুসরণ করিতেছে। তিনি অত্যন্ত বিস্ময়সহকারে দেখিলেন যে সেটী তাঁহার প্রতিপালিত ভ্রষ্ট পক্ষিশাবক। বিড়াল স্বীয় শাবকগুলিকে হারাইয়া তাহাকে পরম যত্নে মাতার ন্যায় লালনপালন করিতে লাগিল। মার্জ্জারের স্বীয় শাবক বিনষ্ট হইলে অন্য জীবের শাবক পাইলেও তাহারা মাতৃবৎ পালন করে এবং অতিশয় স্নেহ প্রদর্শন করে। ইহাদের অপত্যস্নেহ অতিশয় প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়।

১০। ইংলণ্ডে কোন মহীলার একটী স্পানিয়াল জাতীয় সারমেয়ের পাঁচটী শাবক হইয়াছিল। সে একাকী এক সময়ে পাঁচটী শাবক প্রতিপালন করিতে সক্ষম নহে এই বিবেচনা করিয়া মহীলা দুইটী শাবককে নিজে প্রতিপালন করিবেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার পাচক বলিল যে গৃহপালিত মার্জ্জারের দুইটী শাবক হইয়াছে। সে দুইটীর পরিবর্ত্তে তাহাকে দুইটী কুক্কুরশাবক দিলে তাহারা অনায়াসেই মার্জ্জার দ্বারা প্রতিপালিত হইতে পারে। তিনি উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে মার্জ্জারের শাবক স্বীয় শাবক দুইটীর পরিবর্ত্তে তাহার নিকট দুইটী কুকুরশাবক স্থাপন করা হইল। মার্জ্জার কুকুরশাবকদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিল এবং এক পক্ষ অতীত না হইতেই শাবক দুইটী বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু অপর যে তিনটী শাবক তাহাদের স্বীয় মাতা দ্বারা পালিত হইতেছিল, সেগুলি এতাদৃশ বৃদ্ধি পায় নাই। বিড়াল ক্ষুদ্র স্পানি-

য়াল অপেক্ষা ধাত্রীকার্য্যে অধিকতর বিচক্ষণ-
তার পরিচয় প্রদান করিল। সে শাবক দুটীর
সহিত সর্ব্বদা স্বীয় লাঙ্গুল সঞ্চালন ক্রীড়া
করায় তাহাদের বিশেষ রূপ অঙ্গ সঞ্চালন
হইত এবং সর্ব্বদা আনন্দে কালাতিপাত করায়
সে দুইটীর শরীর দিন দিন বর্দ্ধিত ও বলিষ্ট
হইতে লাগিল এবং তাহাদের অপর ভ্রাতা ও
ভগ্নিগণ অপেক্ষা পূর্ব্বে তাহারা আত্মরক্ষণোপ-
যোগী হইল। তখন তাহাদিগকে মার্জ্জারের
নিকট হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

মার্জ্জার উক্ত শাবকদ্বয়কে দেখিতে না
পাইয়া অতিশয় শোকে অধীর হইয়া গৃহমধ্যে
ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল।
এইরূপে তাহাদের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে
করিতে সে অবশিষ্ট শাবক তিনটীর সহিত
স্প্যানিয়াল কুকুরটীকে দেখিবা মাত্রেই ক্রোধে
উন্মত্ত হইয়া পৃষ্ঠদেশের লোমগুলি খাড়া করিল
এবং ক্রোধে ঘূর্ণিত লোচনে কুকুরমাতার
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

কুকুরমাতাই তাহার পালিত শাবক দুই-

টীকে অপহরণ করিয়াছে এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিয়া মার্জ্জার অনতিবিলম্বেই তাহার ক্রোড় হইতে একটী শাবক বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আপনার আবাসস্থানে গমন করিল। গৃহের অপর ভাগে নিজকক্ষে সে নবানীত শাবকটীকে যত্নসহকারে স্থাপন করিয়া পুনরায় স্পানিয়ালের উদ্দেশে গমন করিল এবং আরও একটী শাবকগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অনতিবিলম্বে কুকুর সমীপে উপস্থিত হইয়াই দক্ষিণ পদ দ্বারা তাহাকে সজোরে একটী চপটাঘাৎ করিয়া অপর একটী শাবক মুখে করিয়াই দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। কুকুরমাতা তাহার এই অবিনীত দুর্ব্যবহার দর্শনে এককালে ইতি কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়াছিল। মার্জ্জার সেটীকে আনয়ন পূর্ব্বক নিজ শয্যায় দুইটী শাবককে স্থাপন করিয়া নষ্ট শাবকদ্বয়ের শোক নিবৃত্তি করিল এবং পরম যত্নে তাহাদিগকেও পূর্ব্বের ন্যায় পালন করিতে লাগিল।

১১। আয়ারল্যাণ্ড দ্বীপে কোন জমিদারের বাটীতে একটী মহিলা বালক বালিকাদিগকে

রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষা প্রদান করিতেন। সেই বাটীতে একটী মার্জ্জার তাঁহার প্রতি অতিশয় স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিল। সে যখন আহার এবং পাঠ গৃহে আসিত, তিনি তাহাকে খাদ্য প্রদান পূর্ব্বক তাহার গাত্রে হস্ত বুলাইয়া আদর করিতেন। মার্জ্জার কখন উক্ত মহি-লার শয়ন কক্ষে গমন করে নাই, এমন কি, বাটীর যে অংশে তাঁহার শয়ন কক্ষ নির্দ্দিষ্ট ছিল সে দিকেও তাহাকে কখন দেখা যায় নাই।

এক দিবস রাত্রিতে মহিলাটী নিজকক্ষে শয়ন করিলে পর বিড়ালটীর অবিরাম মৃদু শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রথমে রাত্রিকালে শয্যা হইতে উত্থানপূর্ব্বক দ্বারমোচন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই, কিন্তু যখন সে অবিরত বিকৃতস্বরে ডাকিতে লাগিল, তখন অগত্যা দ্বারোন্মোচন করিলেন। বিড়াল গৃহ প্রবেশ করিয়াই তাঁহার চতুর্দ্দিকে অনবরত ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং তাঁহার মুখপানে চাহিয়া এরূপ শব্দ ও ভাব প্রকাশ

করিতে লাগিল যেন তাঁহার নিকট তাহার বিশেষ কোন বক্তব্য আছে। তাহার সেরূপ আচরণ দর্শন করিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন যে সে তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছে এবং এই স্থির করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিলেন। কিন্তু সে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া একবার দ্বারের দিকে উচ্চরব করিতে করিতে ধাবিত হইতে লাগিল এবং পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট আসিয়া যেন তাঁহাকে তাহার অনুগমনার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। মহিলাটী তখন বিবেচনা করিলেন যে সে হয় ত বহির্গমন বাসনায় এরূপ করিতেছে, সেই কারণে পুনরায় দ্বারমোচন করিয়া তাহাকে বাহিরে গমন করিতে বলিলেন কিন্তু সে তাঁহার বাক্য প্রতিপালন না করিয়া তাঁহার মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া শব্দ করিতে লাগিল।

এমন সময় বহির্বাটীর নিম্নতলস্থ গৃহের জানালার নিকট হইতে সমাগত একটী শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন কয়েক জন অপরিচি-

চিত লোকে অসদভিপ্রায়ে নিশি যোগে গৃহপ্রবেশ বাসনায় সিঁধ কাটিতেছে। অনতি-বিলম্বেই তিনি গাত্রাবরণ গ্রহণ করিয়া গৃহস্বামীর শয়নকক্ষ দ্বারে গমন করিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিলেন। মহিলার অসাময়িক আহ্বানে গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়াই বাটীর চতুর্দ্দিকে আলোক জ্বালাইলেন এবং কেহ কেহ দস্যুদিগকে দ্রুতপদে পলায়ন করিতেও অবলোকন করিলেন।

একটী ক্ষুদ্র মার্জ্জারে একটী ধনী এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধন ও প্রাণ রক্ষা করিল। সে অবশ্যই আত্মবুদ্ধি প্রভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল যে এতগুলি অপরিচিত লোক রাত্রি-কালে সংগোপনে জানালা ভগ্ন করিতেছে ইহা নিশ্চয়ই সন্দেহোদ্দীপক। এই অবশ্যম্ভাবী বিপদ হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই সে আপনার বন্ধুর নিকট অসময়ে আগমন করিয়া এতাধিক ক্রন্দন ও মিনতি করিয়াছিল।

১২। ফ্রান্সদেশে কোন ধর্ম্মমন্দিরে একটী মার্জ্জার ছিল। সে দেখিতে পাইয়াছিল যে

একটী ঘণ্টার শব্দ হইলেই সকলে আহারীয় দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হয় এবং সেও সেই সঙ্গে ভক্ষণ করে। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে এক দিবস ঘটনাক্রমে উক্ত মার্জ্জারটী একটী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর বাহিরে আসিতে পারিল না। কারণ তাহার প্রবেশ মাত্র কক্ষদ্বার আবদ্ধ হইয়াছিল, বায়ু এবং আলোক প্রবেশ জন্য কয়েকটী গবাক্ষদ্বার মুক্ত ছিল সত্য, কিন্তু সমস্ত গবাক্ষগুলিই মেজে হইতে অনেক ঊর্দ্ধে স্থাপিত ছিল। ইতি মধ্যে ভোজন সংবাদ বিজ্ঞাপক ঘণ্টার শব্দ হইল। মার্জ্জার তাহা শ্রবণ করিয়া সাধ্যমত যত্ন ও চেষ্টা দ্বারাও নির্দ্ধারিত আহার সময়ে উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হইতে পারিল না এবং প্রবিষ্ট কক্ষমধ্যে আবদ্ধাবস্থায় মৌনভাবে বহির্গমনের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে কয়েক ঘণ্টা গত হইলে তাহার কারাগৃহের দ্বারমুক্ত হইল। কক্ষদ্বারবিমুক্ত হইলেই সে ত্বরিত পদে আহারস্থানে গমন করিয়া দেখিল যে গৃহস্থিত সকলেরি আহার কার্য্য সম্পন্ন

হইয়া গিয়াছে এবং তাহার জন্য আহার্য্যাদি তথায় নাই। ক্ষুধাতিশয্য জনিত তাহার বুদ্ধি মার্জ্জিত এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহজেই উপস্থিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত ঘণ্টাবদ্ধ রজ্জু সমীপে উপনীত হইয়া দীর্ঘ রজ্জুগাছি সম্মুখ পদদ্বয়দ্বারা আকর্ষণ করিলেই ঘণ্টাটী মৃদু মৃদু ধ্বনিত হইতে লাগিল। মার্জ্জারের প্রত্যুৎপন্নমতি উপস্থিত হইবার হেতু এই যে উক্ত ঘণ্টা বাজাইলে সকলেই আহারীয় পাইত। এই তথ্য অবগত থাকায় সে অনাহারে কালক্ষেপ না করিয়া প্রচলিত রীত্যনুসারে কার্য্য করিয়াছিল।

অসময়ে ঘণ্টাশব্দ শ্রবণ করিয়া মন্দিরস্থ রমণীগণ সবিস্ময়ে এবং উদ্বিগ্নচিত্তে যে স্থান হইতে আকর্ষণ করা হইয়া থাকে, তথায় আগমন করিয়া দেখেন যে মার্জ্জার কর্ত্তৃক সে কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ সকলেই ইহার গূঢ় মর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত পরস্পর বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন, অবশেষে যিনি মার্জ্জারটীকে নিত্য খাদ্য প্রদান

করিয়া থাকেন, তাঁহার স্মরণ হইল যে সে দিবস তাহার অনুপস্থিতি জন্য তাহাকে আহার্য্য প্রদান করা হয় নাই এবং সেই কারণেই সে ব্যাকুল হইয়া এরূপভাবে রজ্জু আকর্ষণ করিতেছে। তখন অনতিবিলম্বেই মার্জ্জারকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য প্রদান করা হইল এবং সে খাদ্য দ্রব্য পাইয়া আপনাকে যথোচিত পুরস্কৃত জ্ঞান করিয়া পরম সুখে ভোজন করিতে লাগিল।

১৩। এক বালিকার একটী মার্জ্জার ছিল। বালিকাটী নিকটস্থিত নগরে এক বিদ্যালয়ে পাঠার্থ কয়েক ঘণ্টার জন্য গমন করিতেন। মার্জ্জারটী প্রতিদিন প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহির্দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিত এবং তিনি দৃষ্টি পথের অতীত হইলে গৃহে প্রত্যাগমন করিত। সেই রূপ প্রতিদিনই নিয়মিত সময়ে তাহাকে গৃহের দ্বারদেশে অবস্থান করিয়া প্রভুর পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে দেখা যাইত। কোন দিন বালিকার প্রত্যাগমনে বিলম্ব ঘটিলে সে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়া সেই স্থানে প্রভুর

আগমন প্রতীক্ষা করিত। বালিকাকে দেখিতে পাইলেই সে দ্রুতপদে গৃহদ্বারে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার আগমন সংবাদ সকলকে জানাইত এবং তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেই সে যৎপরোনাস্তি উল্লাসিত হইয়া তাঁহার গাত্রে নিজ সলোম লাঙ্গূলাগ্র স্পর্শ করাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিত।

১৪। ইংলণ্ডের মহারাণী এলিজাবিথের রাজত্বকালে এক জন সম্ভ্রান্ত জমিদার রাজনৈতিক নিয়মভঙ্গাপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন এবং বহুদিবস পর্য্যন্ত একাকী সেই জনশূন্য কারাগৃহে আবদ্ধ আছেন এমন সময়ে এক দিবস উক্ত কক্ষের গবাক্ষদ্বারে মৃদুশব্দ শ্রবণ করিয়া চমকিত হইলেন। ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া বিস্ময় সহকারে দেখিলেন যে তাঁহার প্রিয় মার্জ্জারটী বহুক্রোশ দুর্গম এবং পার্ব্বতীয় পথ অতিক্রম করিয়া বহু ক্লেশে দীর্ঘকাল অনাহারে শীর্ণকায় হইয়া প্রভুসমীপে উপস্থিত হইয়াছে। অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উক্ত কারাগারে বহুসংখ্যক কক্ষ ছিল;

সে প্রতি কক্ষের গবাক্ষসমীপে গমন করিয়া সব কক্ষ পরিদর্শন পূর্ব্বক অবশেষে প্রভুর কক্ষ নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। প্রভুর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহজনিত সে এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব-ব্যাপার সম্পাদন করিয়া পশুজাতির বুদ্ধি শক্তির এবং প্রভুভক্তির একটী অদ্ভুত নিদ-র্শন জগৎকে প্রদান করিয়াছে।

১৫। আয়ারল্যাণ্ড দ্বীপবাসী কোন এক মহিলার একটী মার্জ্জার ছিল। তিনি সেটীকে অতিশয় আদর ও যত্ন করিতেন। এক দিবস তাহাকে এক বার দেখিতে পাওয়া গেল না। মহিলাটী তাহার অদর্শনে চিন্তিত হইয়া তাহার উদ্দেশে বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। চারি দিবস পরে তাহার মিউ মিউ ধ্বনি গৃহ-স্বামিনীর কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল এবং কিছু-ক্ষণ পরে তাহাকে দেখিতে পাইয়া তিনি সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তিনি মার্জ্জার-টীকে এক বাটি উষ্ণ দুগ্ধ পানার্থ প্রদান করিয়া দেখেন যে অপর একটী অপরিচিত বিড়াল

কক্ষমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছে। পরে তিনি যখন প্রিয় মার্জ্জারটীকে দুগ্ধ পান জন্য সস্নেহে আহ্বান করিলেন, সে দুগ্ধবাটির নিকটে আগমন করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু দুগ্ধ পান করিল না। অবশেষে সে অভ্যাগত মার্জ্জার সমীপে গমন করিয়া মৃদু মৃদু ধ্বনি করিয়া তাহাকে যেন সাদরে আহ্বান করিল এবং সেটীও যেন তাহার আমন্ত্রণে বিশেষতৃপ্ত হইয়া সানন্দে দুগ্ধ পাত্র সমীপস্থ হইল এবং দুগ্ধপান করিতে আরম্ভ করিল। সমাগত ক্ষুৎপিপাসান্বিত মার্জ্জরের দুগ্ধ পান সমাপিত হইলে, গৃহ পালিত মার্জ্জার তখন দুগ্ধ পান করিতে লাগিল, কিন্তু অভ্যাগ-তের দুগ্ধ পান কালে সে স্থিরভাবে অদূরবর্ত্তী স্থানে দণ্ডায়মান রহিল। কি আশ্চর্য্য! পশুরাও ক্ষুধিত জীবের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া বিশেষ পরি-তোষ লাভ করে এবং তাহারাও উন্নত বুদ্ধি উন্নতিশীল মানবের ন্যায় আতিথ্য সংকার রূপ মহত্ত্বতে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহে। যাঁহারা অতিথিসংকারের উপযুক্ত ক্ষমতা স্বত্বেও পাষ-

শুের ন্যায় ক্ষুধিত অতিথিকে গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দেন, তাঁহারা এই হীন প্রাণী মার্জ্জারের নিকট অমূল্য উপদেশ গ্রহণ করিলে জগতের বিস্তর উপকার দর্শে।

পঞ্চম অধ্যায়।

মার্জ্জার চিকিৎসা।

দুর্ব্বলের বল, বিপদের সহায়, বিশাল বিশ্ব রাজ্যের স্রষ্টা জগৎ পিতার দয়ায় এ সমস্ত পশুগণ আপনারা আপন চিকিৎসা করিতে সক্ষম। মঁসু ডিলন বলেন একটী বিড়াল দুই দিবস জলের ঝারায় অবস্থান করিয়া নিজের মস্তকের রোগ নিরাময় করিয়াছিল। মার্জ্জার অনেক সময় আপন ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া ভক্ষণ করে। ইহারা সময়ে সময়ে সরিস্থপ্ ও সর্প বিনষ্ট করিয়া থাকে। যখন সর্পে দংশন করে তখন মার্জ্জার অনেক বৃক্ষ ও তৃণের পত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা পীড়িত হইলে স্বাভাবিক সংস্কারানুসারে আমিষ নিরামিষ কোন দ্রব্যই ভক্ষণ

করে না। অনেক সময় ইহাদিগকে শুদ্ধ গব্য-দুগ্ধ পান করিয়া অবস্থান করিতে দেখা যায়।

মার্জ্জার অসুস্থ হইলে পালকের নিকট আগমন করিয়া মিউ মিউ ধ্বনিতে স্বীয় অসুস্থতার বিবরণ জ্ঞাত করে এবং অনেক সময় রোগ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া লাঙ্গূল স্পর্শ দ্বারা পালকের মন তাহার অসুস্থতার দিকে আকর্ষণ জন্য ব্যাকুল হয়। ইহারা ভীত হইলেও পালকের নিকট আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে পশুচিকিৎসা বিবরণে মার্জ্জার চিকিৎসার উল্লেখ আছে, অন্যান্য পশুর চিকিৎসার সহিত উক্ত চিকিৎসাপ্রণালী লেখা যাইবে, এজন্য এস্থলে উহা উদ্ধৃত করা গেল না।

মার্জ্জারের চর্ম্ম রোগ উপস্থিত হইলে প্রদীপের তৈল (সরিষার) ব্যবহারে উপকার দর্শে।

ইহারা উষ্ণাবস্থায় থাকিতে পাইলে ইহাদের অনেক রোগ প্রশমন হইয়া থাকে। ক্ষত রোগে টারপিন তৈল, আলকাতরা কিম্বা

কেরোসিন ব্যবহারে কেহ কেহ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমেরিকা দেশীয় Phrenological Journal পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে শ্বেত-বর্ণ এবং নীল চক্ষু বিশিষ্ট মার্জ্জারগণ প্রায়ই বধির হইয়া থাকে। অপর তাহাদের গন্ধ এবং আস্বাদ গ্রহণ ক্ষমতাও অনেকাংশে স্বল্প বলিয়া বোধ হয়। এই স্বাভাবিক ত্রুটি দূরী-করণের কোন ঔষধ আছে কি না বলা যায় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বন বিড়াল।

বন বিড়াল ইউরোপ খণ্ডের বিস্তীর্ণ অরণ্য মাত্রেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদিগকে জার্ম্মণী, হাঙ্গেরী রুশীয়া এবং আশিয়া খণ্ডের পশ্চিম বিভাগে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। যদিচ বৃটিষ দ্বীপপুঞ্জে তাহাদিগকে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বনবিড়াল বংশ নির্ম্মূল হয় নাই। স্কটলণ্ড এবং ইংলণ্ডের উত্তর প্রদেশে; ওয়েলস্ এবং আয়াল্যাণ্ড

দেশস্থ পর্ব্বতে তাহারা বাস করে। তাহারা দিবাভাগে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ কোটরে প্রচ্ছন্নাবস্থায় কাল যাপন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ বৃটিষ দ্বীপপুঞ্জস্থ বনবিড়াল এবং গৃহবিড়াল উভয়ে পৃথক জাতি বলিয়া অনেকে নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে পালিত মার্জ্জার এবং শিকার জন্য রক্ষিত বিড়াল বন গমন করিয়া প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া বিজনে বাস করে এবং স্বাধীন ভাবে জীবলীলা সমাধা করে। কিন্তু এগুলি বনবিড়াল জাতির সহিত কোন অংশেই ঐক্য হয় না; কারণ গৃহ এবং বনবিড়াল জাতির মধ্যে বিস্তর স্পষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। পালিত মার্জ্জার অপেক্ষা বন্য-মার্জ্জারের হস্ত পদাদি সরল। তাহার শরীর দৃঢ় এবং মাংসপেশী সবল, লাঙ্গুল ক্ষুদ্রতর, পালিত বিড়ালের লাঙ্গুলের ন্যায় তাহা সর্পাকৃতি নহে, বরং সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় এবং তাহা প্রায়শঃ কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট। পদান্ত কৃষ্ণবর্ণ, গাত্রলোম ঘন, দীর্ঘ এবং কোমল। মুখবর্ণ

Yellowish grey পিঙ্গলবর্ণ, মস্তক greyish brown বর্ণ, অঙ্গের বর্ণ dark grey ঘন কৃষ্ণ বর্ণ, মেরুদণ্ডের অন্তদেশ পর্য্যন্ত dusky black পাটল বর্ণ, পার্শ্বদেশ এবং লাঙ্গুল obscure blackish brown বর্ণ বিশিষ্ট। তাহারা বৃহৎ বৃক্ষের শাখায়, শুষ্ক বৃক্ষের গহ্বরে এবং গিরি-গুহায় প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করে। রাত্রি কালে শিকার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া (hares) খর-গোষ, (Rabbits) শশক, grouse, পার্ট্রীজ partridge প্রভৃতি জীবগুলিকে বধ করিয়া ভক্ষণ করে। মেষ শাবক এবং হরিণশাবক-গুলিও তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় না এবং ইংলণ্ড দেশীয় সর্ব্ব প্রকার শিকারী জন্তু অপেক্ষা তাহারা অতিশয় হিংস্র এবং উগ্রস্বভাব। পেনাণ্ট সাহেব তাহাদিগকে বৃটিষ ব্যাঘ্র বলেন। তাহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং প্রভূত বলশালী না হই-লেও তদনুরূপ হিংস্রস্বভাব বিশিষ্ট। বেউইক সাহেব বলেন যে কাম্বার্লাণ্ড বিভাগে একটী বনবিড়াল মারা পড়ে, পরিমাণে তাহার নাসাগ্র

হইতে লাঙ্গুলের শেষ পর্য্যন্ত ৫ ফিটের উপর লম্বা হইয়াছিল। ইয়র্ক শায়ারের অন্তর্গত ডনকাষ্টর এবং বারন্সলের মধ্যবর্ত্তী কোন একটী গ্রামে এক জন মানবের সহিত একটী বনবিড়ালের ঘোরতর যুদ্ধ হয় এইরূপ কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে। কথিত হয় যে এই যুদ্ধ নিকটবর্ত্তী এক অরণ্যে আরম্ভ হইয়া তথা হইতে এক গিরিজা দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হয় এবং উভয় বীরই যুদ্ধকালে ক্ষত বিক্ষত হইয়া তনুত্যাগ করে। এই অপূর্ব্ব ঘটনা স্মরণার্থ গিরিজা মন্দিরে তাহার একটী চিত্র অঙ্কিত আছে। বনবিড়ালবধের চেষ্টায় বিপন্ন হইতে হয়, এজন্য উক্ত বিবরণ সকলে স্মরণ করিয়া থাকেন। বনবিড়ালে বিপন্ন হইলে কিম্বা গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া উত্তেজিত হইলে সাতিশয় উগ্র ভাবে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে এবং সুতীক্ষ্ণ নখ ও দন্ত দ্বারা মানবের মুখ ও চক্ষুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভয়ানক রূপে আঘাত করে।

সপ্তম অধ্যায়।

লিঙ্কস।

টুর্কীরা এবং পারশিয়ানেরা এই পশুর নামকরণ করিয়াছেন। ইহারা শীতপ্রধান দেশে জন্মে। পূর্ব্বে পুরাতন পৃথিবীতে এই পশু অধিক দেখিতে পাওয়া যাইত, ফ্রান্স দেশে বিস্তর ছিল। সম্প্রতি জার্ম্মণী হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। স্পেন এবং ইউরোপের উত্তর প্রদেশে ইহাদিগকে দেখা যায়। আমেরিকায় ইহাদের দুই জাতি দেখা যায় তন্মধ্যে কানাডিয়ান লিঙ্কস দেখিতে সুন্দর। ইহাদের পা খর্ব্ব, চক্ষু বিড়ালের ন্যায় শ্বেত, কর্ণ ত্রিকোণাকৃতি, তাহার ঊর্দ্ধ ভাগে এক গুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ লোম আছে। ইহাদের প্রকৃতি এই জাতীয় অন্যান্য পশুর ন্যায় হিংস্র বা ভয়ানক নহে। ইহারা বিড়ালের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া হরিণ, শশক, খরগোষ, martin, ermine প্রভৃতি পশুগুলির গলদেশ আক্রমণ করে এবং হত পশুর রুধির পান করিয়া থাকে; হত

পশুর মস্তিষ্ক ভক্ষণ করে কিন্তু আর সে পশু-দেহের নিকট পুনরাগমন করে না। ঋতুভেদে তাহাদের গাত্রবর্ণ এবং লোম পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। রুশিয়ানেরা ইহাদের আবরণ চর্ম্ম বহুমূল্যে চীনদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। এক এক খানি চর্ম্ম আট টাকা হইতে ৫০।৬০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হয়। ইহা-দের পূর্ব্ব পদ মূল্যবান, এজন্য তাহা পৃথক রূপে বিক্রীত হইয়া থাকে। এক বৎসর কানা-ডিয়ান লিঙ্কসের বহু সহস্র চর্ম্ম হাডসন বে কোম্পানি দ্বারা বিলাতে আমদানি করা হইয়াছিল।

আমেরিকার শিকারিগণ ইহাদিগকে বন্দ-বিড়াল বলিয়া থাকেন। অন্যান্য মাংসাশী পশুর ন্যায় ইহাদের মাংস তিক্ত এবং অত্যন্ত বিস্বাদ। লিঙ্কস ভিন্ন কেরাকেল প্রভৃতি বিড়াল জাতীয় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিংস্র পশু আছে। সেগুলিও আপনাদের অপেক্ষা হীনবল জীব ধরিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে।